ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

সিনেমার জন্য ওজন বাড়িয়ে বিপাকে পরিণীতি

পৃঃ ৫

লেভানডস্কির হ্যাটট্রিকে জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ল বার্সা

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৩ সংখ্যা ঃ ১২২ ● কলকাতা ● ২৩ বৈশাখ, ১৪৩১ ● সোমবার ● ০৬ মে, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

সন্দেশখালিতে অস্ত্র রাখা হয়েছিল পরিকল্পনা করে:কুণাল

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সন্দেশখালির ভাইরাল ভিডিওতে প্রমাণ সেখানে সরকার বিরোধী ষড়যন্ত্র হয়েছে। তাই অবিলম্বে রাজ্য পুলিশের উচিত স্বতোঃপ্রণোদিত মামলা দোয়র করে গঙ্গাধর কয়ালকে গ্রেফতার করা। কারণ গঙ্গাধর কয়াল ভিডিওতে স্পষ্ট বলেছে টাকা নিয়ে মিথ্যে ধর্ষণের মামলা দায়ের করেছে। অন্যদিকে বিজেপি নেতা অভিযোগ করেছেন তাঁকে চক্রান্ত করে ফাঁসানো হয়েছে। প্রতিবাদে আজ সন্দেশখালিতে গঙ্গাধর কয়ালের বাড়ির সামনে তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন বিজেপি কর্মীসমর্থকরা। গতকালই বিজেপি প্রার্থী রেখা পাত্র দাবি করেছেন শাহজাহান শেখরা এখন না থাকলেও তাঁদের প্রতিনিয়ত ভয় দেখানো হচ্ছে। তাঁরা এখনও ভয়ে রয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য কয়েকমাস আগে প্রচারে গিয়ে বিক্ষোভের মুখে পড়তে হয়েছিল রেখা পাত্রকে।

সন্দেশখালি যে সরকার বিরোধী চক্রান্তের ফসল সেটা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে এই ভাইরাল ভিডিওতে। তাতে অস্ত্ররেখে আরও পরিকল্পনা করে সাজানো হয়েছে পুরো ঘটনা। দেশদ্রোহিতার ধারায় মামলা করা উচিত বিজেপি নেতাদের বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ করেছেন কুণাল ঘোষ। রাজ্যপুলিশের স্বতোঃপ্রণোদিত হয়ে মামলা করা উচিত বলে দাবি করেছেন তিনি।কুণাল ঘোষ দাবি করেছেন, সিবিআইয়ের কাছে আশ্রয় নিয়ে বাঁচার চেষ্টা করছে বিজেপি নেতা।সিবিআই বিজেপি নেতাদের নিরাপত্তা দিচ্ছে বলেও দাবি করেছেন তিনি। সেকারণে নারদাকাণ্ডে শুভেন্দু অধিকারীর নামে এফআইআর থাকলেও সিবিআই তাঁকে গ্রেফতার করেনি। গঙ্গাধর কয়াল

এরপর ৩ পাতায়

অভিষেকের বিরুদ্ধে নালিশ সিবিআইতে, সন্দেশখালি ভিডিও ঘটনা কেন্দ্র করে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : রাজ্যজুড়ে ভোটের আবহ। ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে প্রথম দুই দফার ভোটগ্রহণ। তৃতীয় দফার ভোট আসন্ন। তার মাঝেই ফের সংবাদের শিরোনামে সন্দেশখালি । এবার শোরগোল ফেলে দিয়েছে একটি ভিডিও। গতকাল সকাল থেকেই কমবেশি প্রত্যেকটি সংবাদমাধ্যমে দেখা যাচ্ছে সেই ভিডিও।গঙ্গাধরের অভিযোগ, ' নামের একটি ইউটিউব চ্যানেল থেকে এই ভিডিও আপলোড করা হয়েছে। গত ৩ মে খোলা এই চ্যানেল থেকে শুধুমাত্র এই ভিডিওটিই শেয়ার করা হয়েছে। তাঁর দাবি, ভিডিওটি মরফড। এখানে বক্তার মুখ অন্ধকারে রাখা হয়েছে। অডিও কোয়ালিটি বিশেষ স্পষ্ট নয়। এমনকি ভিডিও ক্লিপিংয়ের সঙ্গে বক্তার ঠোঁটের নড়াচড়াও স্পষ্ট নয়। গঙ্গাধরের দাবি, আইপ্যাককে কাজে লাগিয়ে এই কাজ করেছেন অভিষেক।

সন্দেশখালি ২ ব্লকের বিজেপির মণ্ডল সভাপতির দাবি, সম্মানহানির উদ্দেশেই এই ভিডিও বানানো হয়েছে। ভিডিওয় যে কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে, সেটি তাঁর নয় বলেও দাবি করেছেন গঙ্গাধর। অন্যদিকে তৃণমূল সেনাপতি আবার বলেন, 'ইডি, সিবিআই কী করবে? আমায় জেলে ঢোকাবে? সত্যি কথা বলার কারণে যদি আমায় জেলে ঢোকায়, ঢোকাক' ।যদিও সেই ভাইরাল ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি বাংলা হান্ট। তবে সেই ভিডিও ঘিরে রাজ্য রাজনীতিতে তুমুল চর্চা চলছে। এবার এই নিয়েই সিবিআইয়ের কাছে জমা পড়ল অভিযোগ।

সন্দেশখালি ২ ব্লকের বিজেপির মণ্ডল সভাপতি গঙ্গাধর কয়াল কেন্দ্রীয় এজেন্সি সিবিআইয়ের দ্বারস্থ হয়েছেন। জানা যাচ্ছে, অভিযোগপত্রে নাম রয়েছে তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আইপ্যাক সংস্থার। সিবিআইকে লেখা দু'পাতার চিঠিতে গঙ্গাধর লিখেছেন, 'ভিডিওটি একটি চক্রান্ত। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আইপ্যাকের বিরুদ্ধে তদন্তের দাবি জানাচ্ছি'।

সন্দেশখালি নিয়ে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা যে স্বতন্ত্র ইমেল আইডি দিয়েছিল, সেখানেই গঙ্গাধর অভিযোগ করেছেন বলে খবর। ভাইরাল এই ভিডিও 'মরফড' বলে তাঁর। শুধু তাই নয়, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে কাজে লাগিয়ে মুখ এবং গলার স্বরও বিকৃত করা হয়েছে বলে দাবি করেছেন তিনি।

বিজেপি প্রার্থী কবীর শংকর বসুকেও খোঁচা দিতে ছাড়েননি কল্যাণ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বেশ কয়েকদিন ধরেই উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় চলছে শ্রীরামপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ওই একই কেন্দ্রের সিপিএম প্রার্থী দীপ্সিতা ধরের মধ্যে। এবার আর বাম প্রার্থীকে একা নয়, বিজেপি প্রার্থী কবীর শঙ্কর বোসকেও একযোগে নিশানা কল্যাণের। বিজেপি প্রার্থীর উদ্দেশ্যে বললেন, 'প্রাক্তন শ্বশুরের পরিচয়ে রাজনীতি করছে।' আবার দীপ্সিতাকে বললেন, 'একটা থিসিস সাবমিট করতে নয় বছর সময় লাগে।'এর আগে কল্যাণ বলেছিলেন, "দীপ্সিতা প্রথম থেকে খুব নোংরা নোংরা কথা বার্তা বলছে। ও ভীষণ ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ করছে। হতে পারে, ও জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী, কিন্তু মানসিকতা খুবই খারাপ।" আবার কবীর শঙ্কর বসুকে আক্রমণ করতে গিয়ে বলেছিলেন, "তাকে আমি জ্যান্ত রাখব না। আমার পোলিং এজেন্টের গায়ে যদি হাত পরে তাকে আমি ছেড়ে কথা বলব না।" ফলে ভোটের আগে কিছুতেই দমানো যাচ্ছে না শ্রীরামপুর কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থীকে বলাই যায়।শনিবার ডানকুনির চাকুন্দিতে একটি জনসভা থেকে দুই প্রার্থীকে এভাবেই খোঁচা দেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। বাম প্রার্থীকে কটাক্ষ করে কল্যাণ বলেন, "পদ্মনিধি ধর কী উন্নয়ন করেছিলেন ডোমজুড়ে। কিছু করেননি। চারিদিকে খুন সন্ত্রাস। সেই সিপিএম আবার আসবে? দীপ্সিতা ধর নাকি এত বড় পণ্ডিত যে নবছর লাগছে থিসিস সাবমিট করতে? আমিও পড়াশোনা করেছি। হাইকোর্টে কাজ করছি। বিয়ে করে সংসার করেছি। বামেদের প্রার্থী নিজেকে উচ্চশিক্ষিত বলছেন। সে তো এখনো কিছুই করতে পারেনি।"

অন্যদিকে, বিজেপি প্রার্থী কবীর

এরপর ৩ পাতায়

আমি ঠিক করেছি, এবার কুসুম্বা গেলে চাকাইপুর গ্রামটা ঘুরে আসব: মমতা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ছোটবেলার স্মৃতি সততই সুখের। আজকের ব্যস্ত জীবনে কয়েক মুহূর্তের ফুরসৎও মেলে না সেসব স্মৃতির পাতা একবার উলটে দেখার। যাঁর দায়িত্ব যত বেশি, তাঁর স্মৃতিকাতর হওয়ার সময় তত কম। তারই মাঝে ব্যতিক্রম রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।এদিন বেশ কিছু রান্নার কথাও শোনালেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সমবেত জনতাকে জিজ্ঞাসা করলেন পুংকা শাকের কথা। জানতে চাইলেন, ওই শাক এখনও পাওয়া যায় কিনা। তাঁর কথায়, "ওই শাকটা কি এখনও এখানে পাওয়া যায়? পাট শাকের মতো খেতে পুংকা শাক, রসুন দিয়ে ভেজে খেতে হয়? খুব ভালো খেতে। মাছের ঝাল-টক, পোস্তর বড়া, আলুপোস্ত এসব বীরভূমের একেকটা উপাদান।" এমনিতে মুখ্যমন্ত্রী খাদ্যরসিক হলেও

এরপর ৩ পাতায়

ভারতের নির্বাচন কমিশনের আমন্ত্রণে ২৩টি দেশের ৭৫ জন প্রতিনিধি এদেশের নির্বাচন ব্যবস্থা ও প্রক্রিয়া প্রত্যক্ষ করার জন্য ভারত সফর করছেন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ভারতের নির্বাচন ব্যবস্থা ও নির্বাচনী প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নির্বাচন প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত ব্যবস্থাপক সংস্থাগুলিকে ওয়াকিবহাল করার জন্য এমাসের ৪ তারিখ থেকে এক বিশেষ কর্মসূচির আয়োজন করেছে ভারতীয় নির্বাচন কমিশন। ভূটান, মঙ্গোলিয়া, অস্ট্রেলিয়া, মাদাগাস্কার, ফিজি, কিরঘিজ সাধারণতন্ত্র, রাশিয়া, মলদোভা, টিউনিশিয়া, সেশেলস, কম্বোডিয়া, নেপাল, ফিলিপিন্স দ্বীপপুঞ্জ, শ্রীলঙ্কা, জিম্বাবোয়ে, বাংলাদেশ, কাজাখস্তান, জর্জিয়া, চিলি, উজবেকিস্তান, মালদ্বীপ, পাপুয়া নিউ গিনি এবং নামিবিয়ার নির্বাচন ব্যবস্থাপক সংস্থা ও সংগঠনগুলির ৭৫ জন

এরপর ৩ পাতায়

রাজ্যপালের বিরুদ্ধে তদন্তের এক্তিয়ার নেই পুলিশের

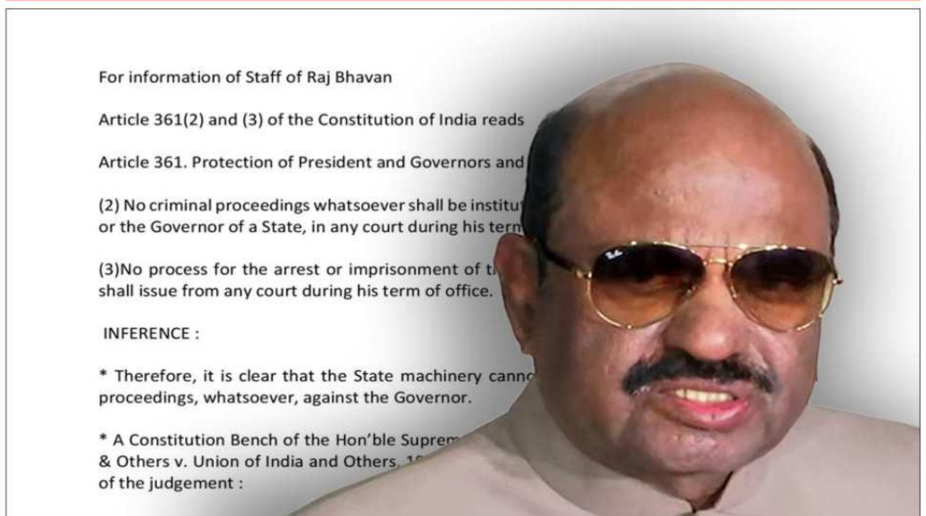

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : রাজভবনের কর্মীই শ্লীলতাহানির অভিযোগ এনেছেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের বিরুদ্ধে। সেই নিয়ে অভিযোগ জমা পড়েছে কলকাতা পুলিশের কাছে। সেই নিয়ে এবার পুলিশি তদন্তের এক্তিয়ার নিয়ে প্রশ্ন তুললেন রাজ্যপাল বোস। রাজ্যপাল যে সাংবিধানিক রক্ষাকবচ পান, সেকথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে সোশয়াল মিডিয়ায় লেখা পোস্ট করা হল রাজভবনের তরফে। রাজভবনের বিবৃতিতে লেখা রয়েছে, 'সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, পুলিশ বিষয়টি নিয়ে তদন্ত করতে চায়, তার জন্য রাজভবনের কর্মীদের বয়ান নিতে চায়। রাজভবনের সিসিটিভি ফুটেজও হাতে চান তদন্তকারীরা। কিন্তু পুলিশ আদৌ তদন্ত করতে পারে কি, আদৌ তারা প্রমাণ সংগ্রহ করতে পারে কি, তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে'।

রাজভবন জানিয়েছে, যে কোনও রকম ফৌজদারি প্রক্রিয়া থেকে সাংবিধানিক রক্ষাকবচ রয়েছে রাজ্যপালের। অর্থাৎ পুলিশ কোনও ভাবেই তদন্ত করতে পারে না। এ নিয়ে পুলিশ রিপোর্ট দিলেও, রাজ্যপালের কার্যকালে তা নিয়ে ব্যবস্থা নিতে পারে না আদালত। সাংবিধানিক ভাবেই এক্ষেত্রে প্রাথমিক তদন্ত, এফআইআর দায়েরের অধিকার নেই পুলিশের।

রবিবার রাজভবনের সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডলে লেখা হয়, 'সংবিধানের ৩৬১ (২) ও ৩৬১ (৩) ধারায় রক্ষাকবচ পান রাজ্যপাল। রাজ্যপালের বিরুদ্ধে তদন্তের এক্তিয়ার নেই পুলিশের। পুলিশের তদন্ত রিপোর্টের প্রেক্ষিতে আদালতও কোনও ব্যবস্থা নিতে পারে না। রাজ্যপালের বিরুদ্ধে কোনও এফআইআর করতে পারে না পুলিশ। এই নিয়ে পুলিশ যোগাযোগ করলে সাড়া দেবেন না রাজভবনের কোনও কর্মী'। রাজ্যপাল বোসের সই করা লিখিত বিবৃতি প্রকাশ করে একথা জানাল রাজভবন। সকলের উদ্দেশে এই বিবৃতি জারি করা হলেও, আসলে রাজভবনের কর্মীদের উদ্দেশেই এই বিবৃতি

এরপর ৩ পাতায়

লোকসভা নির্বাচনের প্রচারে

ব্যস্ত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : লোকসভা নির্বাচনের প্রচারে ব্যস্ত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আজ, রবিবার উত্তর প্রদেশ ও উত্তরাখণ্ডে জোড়া সভা তাঁর। প্রচারের মাঝেই তিনি অযোধ্যার রাম মন্দিরেও যাবেন রামলালার দর্শন করতে। প্রধানমন্ত্রীর এই সফরে তাঁকে স্বাগত জানালেন ইকবাল আনসারি। কে এই ইকবাল আনসারি? রাম জন্মভূমি-বাবরি মসজিদের জমি বিতর্কে অন্যতম মামলাকারী ছিলেন তিনি।প্রসঙ্গত, রাম মন্দির নির্মাণের পর উদ্বোধন ও প্রাণ প্রতিষ্ঠার আমন্ত্রণের জন্য প্রথম চিঠি পেয়েছিলেন ইকবাল আনসারি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উপরে পুষ্পবৃষ্টিও করেছিলেন তিনি।আজ সন্ধে ৭টায় অযোধ্যার রাম মন্দিরে যাবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রামলালার দর্শন ও পুজো দেবেন তিনি। এরপর অযোধ্যায় রোড শো-ও করবেন তিনি। লোকসভা ভোটের মাঝেই প্রধানমন্ত্রীর এই অযোধ্যা সফর নিয়ে ইকবাল আনসারি বলেন, "প্রধানমন্ত্রী মোদী ভাগ্যবান যে রামের শহর থেকে নির্বাচন শুরু হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর শাসনে বিগত ১০ বছর খুব ভাল কেটেছে। প্রধানমন্ত্রীর সফর নিয়ে আমরা খুব খুশি আমরা চাই উনি আবার প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নির্বাচিত হন।"

ব্যর্থ হওয়ার পর ইউপিএসসি পরীক্ষায়

সফল হয়ে সকলকে চমকে দিলেন শ্রীরামপুরের মেয়ে অনুষ্কা সরকার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : একের পর এক ব্যর্থতা। কিন্তু তারপরও হাল ছাড়েননি। ধৈর্য না হারিয়েই চেষ্টা চালিয়ে গেছেন। শেষ পর্যন্ত আসে সাফল্য। ৪ বার পর পর ব্যর্থ হওয়ার পর ইউপিএসসি পরীক্ষায় সফল হয়ে সকলকে চমকে দিলেন শ্রীরামপুরের মেয়ে অনুষ্কা সরকার।অনুষ্কা হুগলির শ্রীরামপুরের মেয়ে। সেন্ট জোসেফস কনভেন্ট স্কুল পড়াশোনা করেছেন অনুষ্কা।ইতিমধ্যে অক্সফোর্ড, কেমব্রিজ ও লন্ডন স্কুল অফ ইকোনমিক্স থেকে পড়ার অফার পেয়েছেন অনুষ্কা। তবে ইউপিএসসি পরীক্ষায় সফল হওয়ার পর সার্ভিস অ্যালোকেশনের জন্য অপেক্ষা করছেন। দেশের মানুষের জন্যই কাজ করতে চান শ্রীরামপুরের এই লড়াকু মেয়ে।ভূগোল নিয়ে পড়াশোনা করে লেডি ব্র্যাবোর্ন কলেজ থেকে স্নাতক হন। এরপর ওড়িশার এনআইটিতে যান স্নাতকোত্তর পড়তে। সেখানেই ইউপিএসসি পরীক্ষার কথা প্রথমে শোনেন। প্রথমবার বিনা প্রস্তুতিতেই পরীক্ষায় বসে যান অনুষ্কা। স্বভাবতই সাফল্য আসেনি।

প্রথমবারেই হাল ছাড়েননি অনুষ্কা। রাজ্যে ফিরে সত্যেন্দ্রনাথ সিভিল সার্ভিসেস স্টাডি সেন্টারে ভর্তি হন। এরপর ২০২০ সাল থেকে লাগাতার চেষ্টা চালাতে থাকেন তিনি। কিন্তু পরীক্ষায় সফলতা আসছিল না। শেষ পর্যন্ত চার বারের চেষ্টায় ইউপিএসসিতে মেধাতালিকায় ৪২৬ নম্বরে জায়গা করে নিয়েছেন শ্রীরামপুরের মেয়ে। পরীক্ষায় সফল হওয়ার পর অনুষ্কা জানান, 'তিন বছর ইন্টারভিউ, মেইন তো দূরের কথা, প্রিলিমিনারি পাশ করতে পারিনি। ব্যর্থতা ও হতাশায় ডুবে যেতাম। কিন্তু নিজেকে বোঝাতাম, মানুষের কাজে লাগবে এমন অনেক জিনিস করার আছে। শেষপর্যন্ত সফলতা এল। জুনিয়রদের বলব, প্রস্তুতি নেওয়ার পর সফলতা না এলে হতাশা আসবেই। তবে সেটাকে সব শেষ বলে ভেবে নেওয়া ঠিক নয়।'

বেসরকারি হাতে যাওয়া মানে

সংরক্ষণের অধিকার কেড়ে নেওয়া

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : "মানুষের সঙ্কট নিয়ে বলবেন না প্রধানমন্ত্রী। বলবেন না কাজ, রোজগার, শিক্ষা নিয়ে। এ কথাও বলবেন না যে তাঁর সরকার কেন্দ্রের সব বিভাগের কাজ বেসরকারি হাতে তুলে দিতে চাইছে। যত বেসরকারি হাতে যাবে ততই

এরপর ৪ পাতায়

নিত্যদিন ভোটের বাজারে উত্তাপ বাড়ছে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : নিত্যদিন ভোটের বাজারে উত্তাপ বাড়ছে। ক্রমশই জায়গা নিচ্ছে নানা বিতর্কিত ইস্যু। এবার মহারাষ্ট্রের রাজনীতিতে জড়িয়ে গেল আজমল কাসবের নাম। ২৬/১১ হামলার অন্যতম দায়ী, পরে পুলিশের এটিএস ও এনএসজির হাতে গ্রেফতার এই পাকিস্তানি জঙ্গির নাম উঠে এল ভোট ময়দানে।বিজয়ের মন্তব্যের প্রেক্ষিতে এবার কংগ্রেসকে তীব্র আক্রমণ করেছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী, বর্তমানে উপমুখ্যমন্ত্রী বিজেপি নেতা দেবেন্দ্র ফড়ণবীশ। তিনি বলেন, 'কংগ্রেস কী চাইছে? ওরা কি এবার পাকিস্তানে গিয়ে ভোট চাইবে? আমরা নিকমকে টিকিট দেওয়ার পর থেকেই দেখছি বিরোধীরা এমন করছে, যেন নিকম কাসবকে অপমান করেছেন। বিরোধীরা কি কাসবকে নিয়ে বেশি চিন্তিত?' দেবেন্দ্র আরও যোগ করেন, 'আমরা নিকমের সঙ্গে হাত মিলিয়েছি, কংগ্রেস কাসবের সঙ্গে আছে।' কংগ্রেসের নিন্দা করে বিবৃতি দিয়েছে শিবসেনাও।আসমুদ্রহিমাচল তথা সারা পৃথিবী কাঁপিয়ে দেওয়া ২৬/১১ মুম্বই হামলার বিচারে দোষী সাব্যস্ত হয়েছিল আজমল। সেই মামলায় সরকারি কৌঁসুলির ভূমিকায় নজর কেড়েছিলেন আইনজীবী উজ্জ্বল নিকম। তদন্তকারীরা প্রায় ১১ হাজার পাতার চার্জশিট জমা করেছিলেন। সেই উজ্জ্বল নিকমকে মুম্বই নর্থ-সেন্ট্রাল আসনে প্রার্থী করেছে বিজেপি। যথারীতি এবার ভোটের ময়দানে এসে পড়েছে ২৬/১১ মামলার নানা প্রসঙ্গ। মহারাষ্ট্র বিধানসভার বিরোধী দলনেতা, কংগ্রেসের বিজয় ওয়াদেত্তিয়ার দাবি করেছেন, জঙ্গিদের সঙ্গে গুলির লড়াইতে শহিদ পুলিশকর্তা হেমন্ত কারকারে আসলে হানাদারদের গুলিতে মারা যাননি। অত্যন্ত ডাকাবুকো, দাপুটে অফিসার বলে পরিচিত হেমন্তের মৃত্যুর জন্য দায়ী জনৈক 'আরএসএস ঘনিষ্ঠ পুলিশকর্মীর গুলি', দাবি ওয়াদেত্তিয়ারের। তাঁর অভিযোগ, উজ্জ্বল নিকম এটা জানতেন, কিন্তু জেনেশুনেই সত্যিটা চেপে গিয়েছেন। যথারীতি এতে রে-রে করে উঠেছে বিজেপি। উজ্জ্বলকে 'বিশ্বাসঘাতক' এবং 'অসত্য বলছেন' বলেও দাবি করেছেন ওয়াদেত্তিয়ার। পাল্টা উজ্জ্বল নিকম বলেন, তিনি এতে ব্যথিত। এভাবে তাঁর সততা ও কর্মদক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হচ্ছে, রাজনীতির ময়দানে এগুলো অযথা কালি-ছেটানো। 'এরকম দায়িত্বজ্ঞানহীন মন্তব্যের মানে কী? এরকম ভিত্তিহীন অভিযোগে আমি ব্যথিত। রাজনৈতিক হাতিয়ারের জন্য কি রাজনীতিবিদরা এতটা তলায় নামতে পারেন? উনি তো আমাকে নয়, আমার সঙ্গে ওই হামলায় মৃত ১৬৬ জন নাগরিককেও অসম্মান করছেন!'

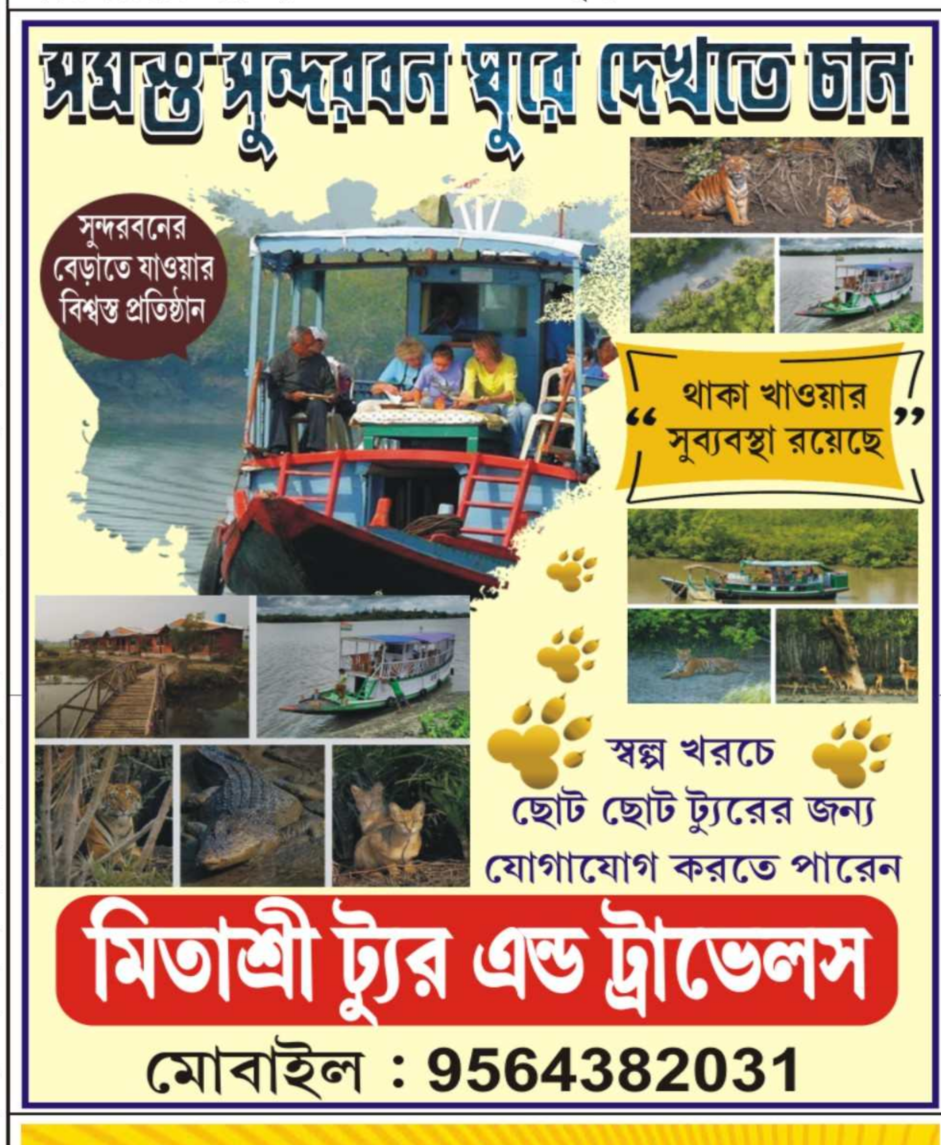

সিপিএম প্রার্থী অলকেশ দাসের সমর্থনে

মীনাক্ষীর রোড শো এবং তেহট্ট চাপড়ায় কালীগঞ্জে সভা

অভিজিৎ সাহা, নবদ্বীপ : নিউজ সারাদিন : রানাঘাট লোকসভার কংগ্রেস সমর্থিত সিপিএম প্রার্থী অলকেশ দাসের সমর্থনে শনিবার সকাল থেকে রোড শো করলো ডিওয়াইএফ রাজ্য সম্পাদিকা মিনাক্ষী মুখোপাধ্যায়। শনিবার সকালে হুড খোলা গাড়িতে বামুন পুকুর ১ ও ২ নম্বর পঞ্চায়েত এলাকায় রোড শো করলেন রানাঘাট প্রার্থী অলকেশ দাস এবং মীনাক্ষী দেবী। রাস্তার দুধ ধরে বহু মানুষের জমানো ভীড় নেত্রীকে ফুলের মালা পরিয়ে দেন বহু সিপিএমের সমর্থকরা। অলকেশ দাসের সঙ্গে ছিলে সিপিএমের নবদ্বীপ পূর্ব এড়িয়া কমিটির সম্পাদক আয়েব নবি শেখ সহ এলাকার বিভিন্ন সিপিএম এবং কংগ্রেস কর্মী সমর্থক বৃন্দরা। বামুনপুকুর সিপিএমের পার্টি অফিস থেকে এই রোড শো বের হয়ে রাজাপুর,গুমাঘর নতুনগ্রাম, সরডাঙ্গা, মোল্লাপাড়া, বল্লালদিঘি মায়াপুর এবং গৌরনগর হয়ে মায়াপুর বামনপুকুর ২ নাম্বার পঞ্চায়েতের শ্রীনাথপুর,নিদয়া গঞ্জডাঙ্গা, চর কাষ্টশালী ঘুরে এসে বামন পুকুরে রোড শো শেষ করে। প্রার্থীর সঙ্গে মীনাক্ষী দেবী অনেক জায়গায় মানুষের সঙ্গে কথাবার্তা বলেন তাদের অভাব অভিযোগ শোনেন।মীনাক্ষী দেবী বলেন সংসদে অলকেশ বাবুকে পুনরায় পাঠাতে হবে নবদ্বীপের মানুষের অভাব অভিযোগ সমাধান তখনই তিনি করতে পারবেন।

নবদ্বীপের রোড শো শেষ করে কৃষ্ণনগর লোকসভা কেন্দ্রের জোট প্রার্থী সিপিএমের এসএম সাদির সমর্থনে তেহট্ট চাপড়া ও কালীগঞ্জের বিভিন্ন এলাকায় ঘুরলেন রাজ্য সম্পাদিকা মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়। তেহট্টের হাউলিয়া পার্ক মোড়ের পথসভার আয়োজন করেছিল সিপিএম। পথসভা শেষ করে জিপে করে প্রার্থীকে সঙ্গে করে রোড শো করেন। পথসভায় তৃণমূল ও বিজেপির বিরুদ্ধে জোরালো আক্রমণ করেন মীনাক্ষী। দলের কর্মীদের কোমর শক্ত করে নিজের নিজের বুথে লিড নিশ্চিত করার জন্য আবেদন করেন। বিজেপি তৃণমূল কেউ কৃষকদের কথা বলেননি এই দিন সভা থেকে তিনি কৃষকদের এবং মেহনতী মানুষদের কথা উল্লেখ করেন। পেঁপে কলা চাষে ব্যাপক ক্ষতি হচ্ছে তার উল্লেখ করেন। কেউ শস্য বিমা নিয়ে কথা বলেননি।

তেহট্টের সভার পর চাপড়ায় শুরু থেকেই তৃণমূলের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানান।

কালিগঞ্জের সভা একটু দেরিতে শুরু হলেও কর্মীর সমর্থকদের ভিড় উচ্ছ্বাসের কোন কমতি পড়েনি। এইসভা থেকে সন্দেশখালি এবং শিক্ষা দুর্নীতির সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্ন তোলেন।

সাধারণ মানুষ কৃষ্ণনগর এই লোকসভা কেন্দ্রে ত্রিমুখী লড়াই হবে বলে মনে করছে। একদিকে মহুয়া মৈত্র পুরনো সংসদ। এসএম সাদী এলাকার প্রাক্তন বিধায়ক আর বিজেপির প্রার্থী রাজবাড়ী রাণীমা। নজর ভোট বাক্সের দিকে। কৃষ্ণনগর কেন্দ্রের ধর্মীয় হানাহানি কে উস্কানি দেওয়া হচ্ছে আবার মতুয়া সম্প্রদায়কে সিএএ নিয়ে ভোটব্যাঙ্ক ভাঙতে চলছে জোর তরজা।

বাধার সম্মুখীন আরামবাগের তৃণমূল প্রার্থী মিতালি বাগ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বাধার সম্মুখীন আরামবাগের তৃণমূল প্রার্থী মিতালি বাগ। রবিবার প্রচারে বের হলে খানাকুলের পলাশপাই ১ নম্বর অঞ্চলের বরখনতলায় মিতালির গাড়ি ভাঙচুর করা হয়। ঘটনাটি ঘটে মোস্তফাপুর তৃণমূল পার্টি অফিসের সামনে। ওই জাগাতেই গাড়ি রেখে গ্রামে ঢুকেছিলেন মিতালি বাগ। সেইখানেই তাঁর গাড়ির উপরে বিজেপির লোকজন হামলা চালায় বলে অভিযোগ তৃণমূল কংগ্রেসের।এদিন সকাল থেকেই খানাকুলের বরখনতলা এলাকায় প্রচার করছিলেন মিতালি বাগ। সেইসময় তিনি গাড়ি রেখে এলাকার গ্রামে গ্রামে ঢুকছিলেন। তাঁর অনুপস্থিতিতেই তার গাড়িতে ভাঙচুর করা হয়। গাড়ির সামেন ছাড়া কোনও কাচ অবশিষ্ট নেই। সব ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এনিয়ে মিতালি বাগ বলেন, গাড়ি ভাঙা হয়েছে তা পুলিস দেখছে। সাধারণ মানুষ দেখছে। এনিয়ে আমি খুব বেশি কথা বলব না। মানুষ এর জবাব দেবে। এই ঘটনাকে ধিক্কার জানানো ছাড়া আর কোনও কথা নেই। আগেও এখানকার প্রধান এই কাণ্ড করেছেন। এত ভয় কিসের? কিসের জন্য এসব ঘটনা? মানুষ এর যোগ্য জবাব দেওয়ার জন্য তৈরি।এদিকে, ওই হামলার ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। তবে বিজেপি পক্ষ থেকে জেলা সভাপতি বিমান ঘোষ বলেন, এরকম ভাঙচুরের কোনও ঘটনার সঙ্গে বিজেপির কর্মীরা জড়িত নন। যেভাবে রাজ্যজুড়ে ডামাডোল, চাকরি দুর্নীতি-সহ একাধিক বিষয় নিয়ে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে উঠছে তাতে এটা জনরোষের শিকার হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস।

১-ম পাতার পর

সন্দেশখালিতে অস্ত্র রাখা হয়েছিল পরিকল্পনা করে:কুণাল

সেকারণেই তড়িঘড়ি সিবিআইয়ের কাছে অভিযোগ জানিয়েছে। যাতে সিবিআই তাকে সুরক্ষা দেয়। গতকাল থেকে সন্দেশকালি কাণ্ডের ভিডিও নিয়ে তোলপাড় হচ্ছে রাজ্য রাজনীতি। তৃণমূল কংগ্রেসের প্রকাশ করা ভিডিওতে দেখা গিয়েছে সন্দেশখালির বিজেপির মণ্ডল সভাপতি গঙ্গাধর কয়াল দাবি করেছেন ধর্ষণের অভিযোগ মিথ্যে। কোনও ধর্ষণের ঘটনা সন্দেশখালিতে ঘটেনি। ২০০০ টাকা নিয়ে ধর্ষণের অভিযোগ দায়ের করেছিলেন বিজেপি প্রার্থী রেখা পাত্র। কুণাল ঘোষ দাবি করেছেন, সন্দেশখালিতে অস্ত্র রাখা হয়েছিল পরিকল্পনা করে। রোবের্ট নামানো সবটাই পরিকল্পনা করে করা হয়েছে। সেকথা বিজেপি নেতারাই প্রকাশ্যে বলেছেন। আর সেই অস্ত্র উদ্ধার করেছে সিবিআই। বিজেপির কথা শুনে চলছে সিবিআই। তাহলে সেই অস্ত্র বিজেপির কাছেই রয়েছে। কাজেই বাংলায় অস্ত্র নিয়ে আসছে বিজেপিই। এমনই বিস্ফোরক অভিযোগ করেছেন কুণাল ঘোষ।

১-ম পাতার পর

রাজ্যপালের বিরুদ্ধে তদন্তের এক্তিয়ার নেই পুলিশের

প্রকাশ করা হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। সম্প্রতি লালবাজারের বিশেষ কমিটির তরফে রাজভবনের থেকে সিসিটিভি ফুটেজ চাওয়া হয়েছে। রাজ্যপালের বিরুদ্ধে যেখানে তদন্ত,ফৌজদারি মামলার অনুমতি নেই, এই সিসিটিভি ফুটেজ চাওয়া যা কি, প্রশ্ন তুলেছে রাজভবন। রাজভবনের সমস্ত কর্মীকে সমস্ত রকমের প্রশ্ন, আবেদন এড়িয়ে যেতে বলা হয়েছে। রাজভবনের চিফ অফ স্টাফ ছাড়া এ নিয়ে যেন রাজভবনের স্থায়ী-অস্থায়ী কর্মীরা কোনও মন্তব্য না করেন, তা স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

১-ম পাতার পর

বিজেপি প্রার্থী কবীর শংকর বসুকেও খোঁচা দিতে ছাড়েননি কল্যাণ

শংকর বসুকেও খোঁচা দিতে ছাড়েননি কল্যাণ। তিনি বলেন, "শ্রীরামপুরের রাজনীতিতে বিজেপি প্রার্থীর কী ভূমিকা আছে? কেন তিনি বার বার শ্রীরামপুর থেকে প্রার্থী হন? কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে শ্রীরামপুর চিনেছিল। প্রাক্তন শশুরের পরিচয়ে তিনি টিকিট পাচ্ছেন। ওর পরিচয় কেউ জানে না।"

১-ম পাতার পর

আমি ঠিক করেছি, এবার কুসুম্বা গেলে চাকাইপুর গ্রামটা ঘুরে আসব: মমতা

স্বল্পাহারী। তবে খাওয়াতে ভালোবাসেন। এনিয়ে আলোচনাতেও বেশ আগ্রহ তাঁর। এদিন বীরভূমের সভা থেকে বাংলার জনপ্রিয় সব রেসিপি নিয়ে তাঁর কথাতেই ফের তা টের পাওয়া গেল।রবিবার বীরভূমের লাভপুরে নির্বাচনী জনসভা করতে গিয়ে সহসা শৈশবে ফিরে গেলেন তিনি। কাছেই কুসুম্বা গ্রাম, নেত্রীর মামারবাড়ি। সেখানে কীভাবে তাঁর ছোটবেলা কাটিয়েছেন, জনসভা থেকে তার সবটা বললেন।সাত দফায় লোকসভা ভোটের মাঝে দলীয় প্রার্থীদের হয়ে নির্বাচনী সভা করছেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। উত্তরবঙ্গ শেষে। বৈশাখের প্রবল খরতাপে দক্ষিণবঙ্গে ঘুরে ঘুরে প্রচার নেহাৎ কম পরিশ্রমের নয়। তার উপর লাগাতার বিরোধীদের আক্রমণ আর দলের উন্নয়নের খতিয়ান তুলে ধরে ভোটভিক্ষা, তাও যথেষ্ট একঘেয়ে। হয়ত তাই বীরভূমের লাভপুরে জনসভা করতে গিয়ে শৈশবের স্মৃতি তাঁকে পিছু ডাক দিল। তিনিও সাড়া দিলেন সেই ডাকে। বোলপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী অসিত মালের সমর্থনে সভার শুরুতে কোনও রাজনৈতিক বক্তব্য নয়, কুসুম্বা গ্রামের মামারবাড়িতে কাটানো দিনগুলির কথা শোনালেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃণমূল নেত্রীর কথায়, "কুসুম্বা গ্রামে আমি জন্মেছি। তার পর কলকাতায় চলে গেছিলাম। ছোটবেলায় পরীক্ষা শেষ হলেই আমরা মামারবাড়ি চলে আসতাম। একমাস ধরে থাকতাম। কখনও গ্রামে ঘুরে বেড়াতাম, সাঁতার কাটতাম, ধান কাটতাম, গাছে চড়তাম। এগুলো তো সব ছোটবেলায় শেখা, আজকের শেখা নয়। সবাই তো বলে আমি কী করে এসব করি? আমি তো সবই শিখেছি। অনেকে বলে, রান্না করা কী আর এমন বড় ব্যাপার? আমি বলি, রান্না খুব বড় কাজ। ধরুন, রান্নায় নুন দিলেন না, কেমন হবে খেতে? অথবা চিনি দিয়ে দিলেন, মাছের ঝোলটা কেমন খেতে লাগবে? সুতরাং, ভালো করে রান্না করার মধ্যে একটা শিল্প আছে।" এর পর তিনি বলেন, "আমি কখনও চাকাইপুর যাইনি। এটা কিন্তু খুব খারাপ। চাকাইপুর আমার পৈতৃক ভিটে। আমি ঠিক করেছি, এবার কুসুম্বা গেলে চাকাইপুর গ্রামটা ঘুরে আসব। ওখানে আমাদের দেবোত্তর সম্পত্তি ছিল। কিন্তু আমার বাবা সেসব নেননি। ওখানে আমাদের জ্যাঠামশাইয়ের ছেলেমেয়েরা আছে, তাঁরাই সব দেখেন।"

বাংলায় বিজেপি ৩০টির বেশি আসন জিতবে: খগেন মুর্মু

নবেশ কুমার সিনিয়র সাংবাদিক

মালদা,৫ মে, ২০২৪ (এজেন্সি) : নিউজ সারাদিন : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে বাংলায় ৩০টিরও বেশি আসনে জয়ী হবে বিজেপি। পশ্চিমবঙ্গের মালদা উত্তর লোকসভার বিজেপি প্রার্থী খগেন মুর্মু এক সাক্ষাৎকারে এই দাবি করেছেন।

মুর্মু বলেছিলেন যে ২০১৯ সালে প্রধানমন্ত্রী মোদীর জন্য একটি তরঙ্গ ছিল এবং লোকেরা বিজেপিকে তৃণমূলের বিকল্প হিসাবে দেখেছিল এবং আমরা ১৮টি আসন জিতেছি। এবারও, রাজ্যের সমস্ত অংশে প্রাপ্ত বিপুল সমর্থনে, প্রায় ৩০টি লোকসভা আসনে বিজেপির জয় নিশ্চিত বলে মনে হচ্ছে। প্রবীণ বিজেপি নেতা বলেন, রাজ্যে উন্নয়নের নামে তৃণমূল কিছুই করেনি। রাজ্যে এখন পর্যন্ত গুন্ডামি, লুটপাট ও খুন বেড়েছে। তাই, এবার বাংলার মানুষ তাদের পরিবারের নিরাপত্তা এবং উন্নত ভবিষ্যতের জন্য বিজেপিকে ভোট দেওয়ার সংকল্প নিয়েছে।

মালদা উত্তরের উন্নয়নের প্রশ্নে তিনি বলেন যে আমি এই এলাকার জন্য অনেক পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করেছি এবং আরও অনেক প্রচেষ্টা করেছি, কিন্তু রাজ্য সরকারের কাছ থেকে কোনও সহযোগিতা পাইনি। আমি সংসদে বিমানবন্দর ও নবোদয় স্কুলের দাবি তুলেছি যাতে সব দলিত, আদিবাসী ছাত্রছাত্রীরা উন্নত শিক্ষা পেতে পারে।

উল্লেখ্য, তৃতীয় দফায় ৭ মে মালদা উত্তর সহ মোট ৪টি আসনে ভোট হওয়ার কথা। বিজেপি নেতা খগেন মুর্মু মালদা উত্তর সংসদীয় আসনের প্রতিনিধিত্ব করছেন, তিনি তৃণমূলের প্রসূন ব্যানার্জি এবং কংগ্রেসের মুস্তাক আলমের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

দিল্লিতে প্রার্থীদের 'ডোর টু ডোর' প্রচার পরিবেশ উত্তপ্ত করে তুলেছে

ডাঃ সমরেন্দ্র পাঠক, সিনিয়র সাংবাদিক।

নয়াদিল্লি, মে ৫, ২০২৪ (এজেন্সি) : নিউজ সারাদিন : দিল্লির সাতটি লোকসভা আসনের জন্য মনোনয়নের পরে, প্রার্থীদের নিবিড় "ডোর টু ডোর" প্রচারের মাধ্যমে পরিবেশ উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। কংগ্রেসের কানহাইয়া কুমার ব্যতীত উভয় জোটের সকল প্রার্থী সহ শনিবার পর্যন্ত মোট ১৪১ জন প্রার্থী তাদের মনোনয়ন জমা দিয়েছেন বলে জানা গেছে, মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ দিন হওয়ায় সোমবার ভিড়ের সম্ভাবনা রয়েছে।

২৫ মে জাতীয় রাজধানী দিল্লির সাতটি আসনে ষষ্ঠ দফার ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। দিল্লিতে মোট ভোটার সংখ্যা এক কোটি ৫২ লাখ ২ হাজার ১৬১ জন। এবার প্রথমবারের মতো ভোট দিতে পারবেন ২ লাখ ৩৪ হাজার ভোটার।

সকাল ১০টা থেকে শুরু হয়ে ডোর টু ডোর গণসংযোগ চলছে তাদের সমর্থকদের সঙ্গে, যারা তাদের প্রার্থীর পক্ষে ভোট দেওয়ার জন্য অনেক সময় প্রশ্নের মুখে পড়েন মানুষকে বোঝানোর চেষ্টাও করেন এই সময়ের মধ্যে। এবার বিজেপি কর্মীরা ৪০০ ছাড়িয়ে স্লোগান দিচ্ছেন, আর এএপি কর্মীরা এই সময় মূল্যস্ফীতি, বেকারত্ব এবং দুর্নীতির ইস্যুতেও সরকার পরিবর্তনের স্লোগান দিচ্ছেন কংগ্রেসীরাও চৌকিদার চোর হ্যায় স্লোগান দিতে কসুর করে না।

মনোনয়ন দাখিলের আগে প্রধান দলগুলোর প্রার্থীরাও তাদের সমর্থনে সমাবেশ করলেও সাধারণ মানুষের মধ্যে ঢোল-ঢোল বাজিয়ে মনোনয়ন জমা দিতে আসেননি সবচেয়ে বেশি ভিড় ছিল আপের কে মহাবল মিশ্র এবং তার প্রতিদ্বন্দ্বী বিজেপির কমলজিৎ উভয়েরই এলাকায় বিশেষ পরিচিতি রয়েছে।

এই নির্বাচনে বিশেষ বিষয় হল বিজেপি স্বতন্ত্রভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে, যেখানে প্রথমবারের মতো ভারতীয় জোটের অংশ হিসেবে AAP ৪টি আসনে এবং কংগ্রেস ৩টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে সামনে এবার সবকটি আসনেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা রয়েছে।

এবার বিজেপি উত্তর-পূর্ব সংসদীয় আসন থেকে বিদায়ী সাংসদ মনোজ তিওয়ারি ছাড়া সব নতুন মুখকে প্রার্থী করেছে, নয়াদিল্লি থেকে বিজেপির বাঁসুরি স্বরাজের বিরুদ্ধে, কংগ্রেসের উদিত রাজ উত্তর-পশ্চিম থেকে বিজেপির যোগেন্দ্র চন্দোলিয়ার বিরুদ্ধে চাঁদনি চক থেকে বিজেপির প্রবীণ খান্ডেলওয়ালের বিরুদ্ধে আগারওয়াল, দক্ষিণ থেকে বিজেপির রামবীর বিধুরির বিরুদ্ধে এএপি-র সাহি রাম পেহেলওয়ান, পূর্ব থেকে বিজেপির হর্ষ মালহোত্রার বিরুদ্ধে এবং পশ্চিম দিল্লি থেকে এএপি-র কুলদীপ কুমার বিজেপির কমলজিতের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

১-ম পাতার পর

ভারতের নির্বাচন কমিশনের আমন্ত্রণে ২৩টি দেশের ৭৫ জন প্রতিনিধি এদেশের নির্বাচন ব্যবস্থা ও প্রক্রিয়া প্রত্যক্ষ করার জন্য ভারত সফর করছেন

প্রতিনিধি এই কর্মসূচি প্রত্যক্ষ করার জন্য ভারত সফর করছেন। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার শ্রী রাজীব কুমার এবং অপর দুই নির্বাচন কমিশনার শ্রী জ্ঞানেশ কুমার এবং শ্রী সুখবীর সিং সান্ধু বিদেশ থেকে আগত প্রতিনিধি দলের উদ্দেশে তাঁদের বক্তব্য পেশ করবেন আগামীকাল অর্থাৎ ৫ মে। এর পর প্রতিনিধি দল মহারাষ্ট্র, গোয়া, গুজরাট, কর্ণাটক, মধ্যপ্রদেশ এবং উত্তরপ্রদেশ এই কটি রাজ্য ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে সফর করবেন। সেখানে তাঁরা নির্বাচনী প্রস্তুতি ও প্রক্রিয়া সরেজমিন প্রত্যক্ষ করবেন। এই কর্মসূচি শেষ হওয়ার কথা আগামী ৯ মে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে ভারতের নির্বাচন ব্যবস্থা ও প্রক্রিয়াকে স্বচ্ছ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক করে তোলার লক্ষ্যে ভারতের নির্বাচন কমিশন সর্বতোভাবে অঙ্গীকারবদ্ধ। নির্বাচন পরিচালনার কাজ যাতে সার্বিক ভাবে শ্রেষ্ঠ তথা বিশ্বমানে উন্নীত হতে পারে তা নিশ্চিত করাই হল কমিশনের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

গোটা গ্রাম জুড়ে চলে তল্লাশি অভিযান,আর তাতেই আসে সাফল্য

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : পঞ্জাবে ভারত-পাকিস্তান সীমান্তবর্তী ছোট্ট গ্রাম। পঞ্জাবের গুরুদাসপুর জেলার ওই গ্রামেই থাকেন সীমান্তরক্ষী বাহিনীর এক অবসরপ্রাপ্ত কর্মী। রবিবার সকালে তাঁরই নজরে বিষয়টি প্রথমে আসে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি খবর দেন বিএসএফ-এর ইন্টেলিজেন্স উইংকে। সেই তথ্যের ভিত্তিতে সীমান্তরক্ষী বাহিনীর জওয়ানরা হানা দেন ওই গ্রামে।পঞ্জাবের পাকিস্তান সীমান্তবর্তী এলাকায় মাদক পাচারের চেষ্টার খবর মাঝে মধ্যেই সংবাদ শিরোনামে উঠে আসে। সূত্রের খবর, এক্ষেত্রেও সীমান্তের ওপার থেকে ড্রোনের মাধ্যমে মাদক পাচারের ছক তৈরি করা হয়েছিল। যদিও সীমান্তরক্ষী বাহিনীর তৎপরতায় তা সম্ভব হয়নি। উল্লেখ্য, ভারত-পাকিস্তান সীমান্তের ৫৫৩ কিলোমিটার প্রশস্ত কাঁটাতার রয়েছে পঞ্জাবে। এই এলাকায় অতন্দ্র প্রহরা দিয়ে যায় বিএসএফ।গোটা গ্রাম জুড়ে চলে তল্লাশি অভিযান। আর তাতেই আসে সাফল্য।

গুরুদাসপুরের ওই গ্রামের একটা চাষের ক্ষেত থেকে সন্ধান মেলে চিনাকাকপক্ষীর্। একটি চিনা ড্রোন। খারাপ হয়ে চাষের ক্ষেতে পড়ে ছিল। সীমান্তরক্ষী বাহিনী সূত্রে খবর, ওই ড্রোনটি চিনে তৈরি ডিজেআই ম্যাভিক-৩ ক্লাসিক। বিএসএফ-এর সন্দেহ সীমান্তের ওপার থেকেই এই ড্রোনটিকে পাঠানো হয়েছিল ভারতের দিকে।শুধু এই একটি ঘটনাই নয়, পঞ্জাবের দুই পৃথক জায়গা থেকে এদিন চিনা ড্রোন উদ্ধার হয়। অপর ঘটনাটি অমৃতসর জেলার একটি গ্রামে। সেখানেও গোপন সূত্র মারফত খবর পেয়ে অভিযান চালিয়েছিলেন সীমান্তরক্ষী বাহিনীর জওয়ানরা। সেখান থেকেও পাওয়া যায় চিনে তৈরি আরও এক ড্রোন। ডিজেআই ম্যাট্রিস ৩০০ আরটিকে।গ্রামের মধ্যে একটি পরিত্যক্ত বাড়ির উটোনে দ্বিতীয় ড্রোনটি পড়ে ছিল বলে বিএসএফ সূত্রে জানা যাচ্ছে।

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

৩ বর্ষ ১২২ সংখ্যা ০৬ মে, ২০২৪ সোমবার ২৩ বৈশাখ, ১৪৩১

সম্পাদকীয়

আমরা সৎ মানুষদের পাশে থাকব

কলকাতা হাই কোর্টের নির্দেশে চাকরিহারা হয়েছেন প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং শিক্ষাকর্মীরা। সেই ঘটনার প্রেক্ষিতে 'যোগ্য' চাকরি প্রার্থীরা যাতে কোনও ভাবেই বঞ্চিত না হন, সে বিষয়ে রাজ্য বিজেপির সভাপতি সুকান্ত মজুমদারকে নির্দেশ দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সেই নির্দেশ মতো এ বার চাকরিপ্রার্থীদের জন্য পোর্টাল চালু করার কথা ঘোষণা করলেন বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য।মঞ্চে বসা সুকান্তকে দেখিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেছিন, "এখানে রাজ্য সভাপতি বসে রয়েছেন। তাঁকে আমি একটি পরামর্শ দিচ্ছি যে, শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিতে অনেক নির্দোষও অসুবিধায় পড়েছেন। অনেকে সত্যি করেই শিক্ষকের চাকরি পাওয়ার যোগ্য। বাকিদের পাপের কারণে এই নির্দোষরা সমস্যায় পড়েছেন। যাঁদের চাকরি গিয়েছে তাঁদের মধ্যে সৎ এবং যোগ্যদের যাতে আমরা সাহায্য করতে পারি, তা দেখতে রাজ্য নেতৃত্বকে বলেছি।" কী ভাবে সেই কাজ করতে হবে, তা-ও বলে দেন মোদী। তিনি বলেন, "আমি বাংলার বিজেপি নেতৃত্বকে বলেছি, রাজ্য স্তরে একটি আইনি সেল এবং একটি সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম বানাতে হবে। এর মাধ্যমে তাঁদের সুবিধা হবে যাঁরা সব কিছু ঠিকঠাক থাকা সত্ত্বেও দুর্নীতির কারণে চাকরি হারিয়েছেন। আমাদের দল তাঁদের আইনি সাহায্য করবে এবং ন্যায় দেওয়ার জন্য সম্পূর্ণ শক্তি দিয়ে কাজ করবে। আমরা সৎ মানুষদের পাশে থাকব।" সেই নির্দেশ পাওয়ার পরেই পোর্টাল তৈরির সিদ্ধান্ত হয়। আগামী বুধবার রবীন্দ্র জয়ন্তীর দিনই পোর্টালের উদ্বোধন করা হবে।শমীক বলেন, "একটি বিশেষ পোর্টাল আমরা লঞ্চ করছি। আগামী বুধবার ৮ মে পোর্টালটি চালু করা হবে। যাঁদের চাকরি চলে গিয়েছে, তাঁরা সেই পোর্টালে তাঁদের নাম নথিভুক্ত করতে পারেন। আমরা প্রয়োজনে হাই কোর্ট এবং সুপ্রিম কোর্টে পর্যন্ত গিয়ে যত প্রকার আইনি সহায়তা দেওয়া সম্ভব, তা দেব। মামলার খরচ বহন করা থেকে শুরু করে তাঁদের সবরকম সহযোগিতা আমাদের দলের পক্ষ থেকে করা হবে।"সম্প্রতি এসএসসির অধীনে থাকা ২৫,৭৫৩টি চাকরি বাতিলের নির্দেশ দেয় কলকাতা হাই কোর্ট। এর পরে সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে যায় স্কুল সার্ভিস কমিশন (এসএসসি) ও রাজ্য সরকার। এখনও পর্যন্ত সে নির্দেশে স্থগিতাদেশ পায়নি রাজ্য। যদিও চাকরিহারা শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের বেতন দেওয়ার সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর লোকসভা নির্বাচনের আবহে আদালতের এই নির্দেশে তৃণমূল 'চাপে' রয়েছে। সেই 'চাপ' আরও বাড়িয়ে প্রধানমন্ত্রী রাজ্য বিজেপি নেতৃত্বকে তাদের পাশে থাকার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিনি এর জন্য একটি আইনি পরামর্শদাতা দল এবং সমাজমাধ্যম দল গঠনের নির্দেশ দিয়েছিলেন রাজ্য নেতৃত্বকে।এই ঘটনার প্রেক্ষিতেই মোদী বলেছিলেন, "যতই নির্বাচনের ব্যস্ততা থাকুক, রাজ্য নেতারা এই কাজ করবেন। যাঁর পাপ করেছেন তাঁদের সাজা হোক। কিন্তু অনেক সৎ রয়েছেন। যাঁদের সব ডিগ্রি ঠিকঠাক রয়েছে, তাঁদের জন্য পশ্চিমবঙ্গ বিজেপি যে কাজ করবে, সেটা মোদীর গ্যারান্টি।" রাজ্য বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি দিলীপ ঘোষের হয়ে প্রচার করতে এসে এই নির্দেশ দিয়েছিলেন মোদী। সেই সভায় হাজির ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ বিজেপির বর্তমান সভাপতি সুকান্ত মজুমদার।

মায়ের আশীর্বাদ অসীম সাধারণ মানুষ তার প্রমাণ পায় তারাপীঠে

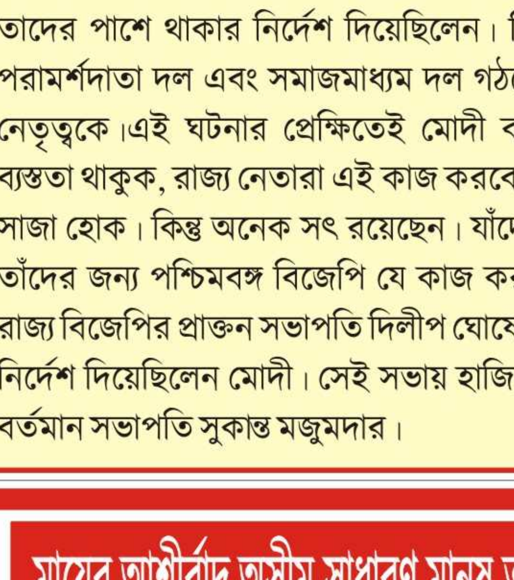

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

স্বামী বিবেকানন্দ ঈশ্বরের স্বরূপ ছিলেন, এ প্রসঙ্গে হয়তো অনেকের অজানা। স্বয়ং ঈশ্বর বিবেকানন্দকে দিয়ে সব কাজ করিয়ে নিয়েছে, সে প্রসঙ্গে একটু বলে রাখাই ভালো।স্বামী বিবেকানন্দ এর একটি ঘটনা স্বামীজী একবার তাঁর শিষ্য ও ব্রক্ষচারীদের একটি তাঁর জীবনে ঘটে যাওয়া ঘটনা বলেছিলেন - একবার তিনি ট্রেনে করে কোথাও যাচ্ছিলেন। তিনি যে কামড়ায় ছিলেন, সেখানে এক ভদ্রলোক তাঁকে অনেক্ষন ধরে লক্ষ্য করছিলেন। **ক্রমশঃ**

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

বাংলার সাধক বামাক্ষ্যাপা

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(প্রথম পর্ব)

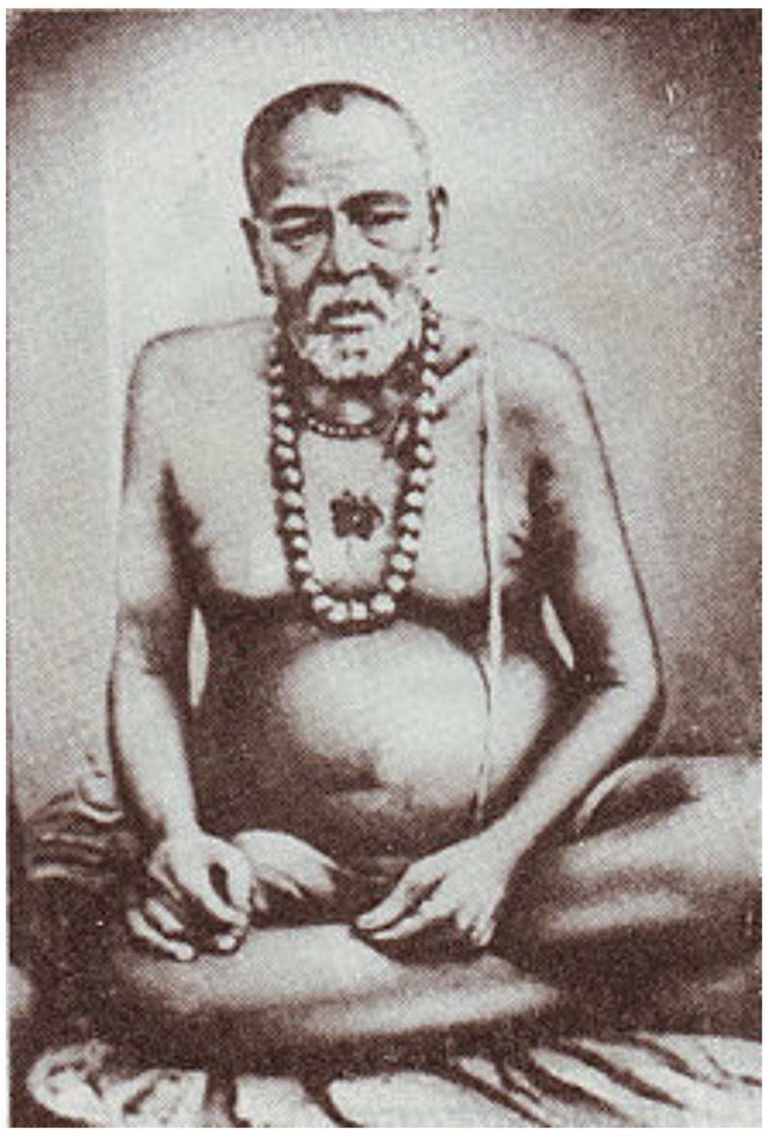

যুগেযুগে বিভিন্ন মুনি-ঋষি, বিভিন্ন সাধক আবির্ভূত হয়ে পূণ্যভূমি ভারতবর্ষকে ধন্য করেছেন। ঐসব সাধকগণ মর্ত্যলোকে এসে শুধু তপস্যায় মগ্ন থাকেন নি-তাঁরা ত্রাণ করেছেন মর্ত্যের তাপিত জীবকুলকে। সাধকগণই সাধারণ মানুষকে যথার্থ ধর্মশিক্ষা দিয়ে গেছেন। তবুও এই বাংলায় রাজ্য রাজনৈতিক নেতাদের শিক্ষা নেই। সাধকরা যা শিখিয়েছে তা চিরা চরিত্রের ইতিহাসে সেসব কি ভুল ব্যাখ্যা তা নয়। আর যাই হোক না কেন সত্যটাকে ধামাচাপা দেওয়া যায় না। তবে ইতিহাস সর্বদাই সমাধানের পথ দেখায়, তাই রাজ্য রাজনীতি দেখুন খুনের মতো ঘটনা ঘটেই চলেছে, দুষ্ট লোক তৎকালীন সময়ে বামদেবের আমলে হয়েছিল আজকের যুগেও তেমনি দুষ্টু লোক রজনীতে শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। সত্যি ভালো মানুষগুলো আজ যেন সেই অত্যাচারী মানুষের হাতে অত্যাচারিত চলছে। আর বামদেবের সেই বড় মা আজও বাংলার এই অত্যাচারী মানুষগুলোর হাত থেকে রক্ষা করছে। স্বয়ং সিদ্ধ পিঠে যোগীদের আশ্রয়স্থল বামদেব মাতারা আবির্ভূত করেছিল চন্ডিপুরে। বীরভূমের চন্ডিপুর আজ একটি সিদ্ধ প্রতিষ্ঠান মহাস্থান হিসেবে ঘোষণা হয়েছে তারাপীঠ মহাপীঠ নামে। দিনের-পর-দিন কলম ধরছি তারাপীঠের জন্য কিন্তু মা তারা একটু একটু করে হয়তো মুখ তুলে তাকিয়ে আছে বিশ্বের দিকে । অত্যাচারী বিনাশ করার জন্য, মহামারির কবলে পড়ে ধ্বংস হচ্ছে মানব জাতি,দিশেহারা হয়ে পরছে অতি সাধারণ মানুষ গুলো।আমরা নিজের আদিম সত্তাকে ভুলে গেছি, নিজের সত্তার ইতিহাস হয়তো আমরা অনেকেই জানিনা। এ কথাটি লেখার আগে আমার স্মৃতিতে স্মৃতিচারণ হচ্ছে বারবার লেখার সত্তার ইতিহাসের কথা,স্বপন সরদার একজন সরকারি কর্মচারী **ক্রমশঃ**

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

রাজ্যে ফের প্রতারণার শিকার

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : রাজ্যে ফের প্রতারণার শিকার । এবার বেসরকারি ব্যাঙ্ক লোনে প্রতারণার শিকার হলেন এক ব্যক্তি। ঘটনাটি ঘটেছে হাওড়ার সাঁকরাইলে। সেখানে ৩৩ লক্ষ টাকা তছরূপের অভিযোগ উঠল বেসরকারি ব্যাঙ্কের লোন রিকোভ্যারি এজেন্টের বিরুদ্ধে। ইতিমধ্যেই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।উল্লেখ্য, ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের তরফেই প্রথম এই ঘটনার কথা জানাজানি হয়। শনিবার এই প্রতারণার খবর ছড়িয়ে পড়তেই ওই ব্যাঙ্কের সামনে হাজির হয় ক্ষুব্ধ ঋণগ্রহীতারা । আর তাতেই এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে উত্তেজনা। পরিস্থিতি সামাল দিতে পথে নামে পুলিশ। এরপরেই অভিযুক্ত অফিসারকে আটক করে পুলিশ। নিদিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, রবিবার তাঁকে হাওড়া আদালতে পেশ করা হবে। ইতিমধ্যেই এই প্রতারণা নিয়ে শুরু হয়েছে তদন্ত।জানা গিয়েছে, ধৃত ওই ব্যক্তি হলেন কৌশিক পাড়ুই । তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছে বেসরকারি ব্যাঙ্ক লোনের এক গ্রাহক। অভিযোগকারি জানিয়েছেন, তিনি বেসরকারি ব্যাঙ্কের হাওড়ার আন্দুল শাখা থেকে ঋণ নিয়েছিলেন। এরপর তিনি কিস্তিতে এজেন্ট কৌশিকের কাছে টাকা দিতেন। তবে সেই টাকা কৌশিক ব্যাঙ্কে জমা না দিয়ে নিজের পকেটে ভরতেন। এই করে প্রায় ৩৩ লক্ষ টাকা তছরুপ করে অভিযুক্ত বেসরকারি ব্যাঙ্ক এজেন্ট।

প্রচণ্ড গরমে পুড়ছে বাংলা

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : উত্তর ২৪ পরগনা: প্রচণ্ড গরমে পুড়ছে বাংলা। এমন পরিস্থিতির মধ্যেও নদী ভাঙনের মুখে পড়েছে সুন্দরবনের রায়মঙ্গল নদী লাগোয়া গ্রাম। এলাকার বাসিন্দারা বলছেন, প্রতিবছর বিভিন্ন ধরনের সাইক্লোন দেখা যায়, তাই নদী বাঁধের অনেকটা ভাঙন নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে। এই বাঁধগুলি যদি কংক্রিটের করা না হয়, তাহলে সারা জীবন এই পরিস্থিতির সামনে পড়তে হবে গ্রামবাসীদের। তাই তাঁরা চাইছেন যত দ্রুত সম্ভব নদীর বাঁধগুলি পাকাপোক্ত করা হোক।হিঙ্গলগঞ্জ ব্লকের সাহেবখালি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যেই পড়ে রমাপুর গ্রাম। শনিবার গভীর রাতে রায়মঙ্গল নদীর বাঁধে গ্রামবাসীরা ৩০০ ফুট ফাটল দেখতে পান।তা দেখে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে গ্রামে। নদীর পাড়ের বাসিন্দারা নিজেদের যাবতীয় সম্বল নিয়ে অন্যত্র সরে যেতে শুরু করেছেন।
রবিবার সকালে ঘটনাস্থল দেখতে গেছিলেন হিঙ্গলগঞ্জ ব্লকের বিডিও সহ একাধিক প্রশাসনিক অধিকারিকরা। দ্রুত বাঁধ মেরামত করার ব্যবস্থা নিচ্ছেন তাঁরা। ১৪ বছর আগে এই নদী বাঁধের উপর দিয়েই বয়ে গিয়েছিল আয়লা ঝড়। সেই ঝড়ের তাণ্ডব থেমে যাওয়ার পরে কোনও রকমে নদীবাঁধ দাঁড় করানো হয়েছিল।

২ পাতার পর

বেসরকারি হাতে যাওয়া মানে সংরক্ষণের অধিকার কেড়ে নেওয়া

সংরক্ষণের সুযোগ হারাবে তফসিলি জাতি, আদিবাসী এবং অন্য অনগ্রসর অংশ।" দ্বারভাঙায় প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের জবাব এই ভাষাতেই দিয়েছেন রাষ্ট্রীয় জনতা দল নেতা তেজস্বী যাদব।দ্বারভাঙার প্রচারেও মোদী বলেছেন যে 'ইন্ডিয়া' মঞ্চ মুসলিমদের সংরক্ষণ দিয়ে আদিবাসী, দলিত এবং ওবিসি-দের অধিকার কেড়ে নিতে চায়। তেজস্বী বলেছেন, "আসলে নরেন্দ্র মোদী এবং তাঁর দল সংরক্ষণের বিরোধী। উনি সংরক্ষণের সুবিধা দিতে চাইলে সরকারের বিভিন্ন শাখা বা সরকারি সংস্থা বেসরকারি হাতে তুলে দিতে নামতেন না। বেসরকারি হাতে যাওয়া মানে সংরক্ষণের অধিকার কেড়ে নেওয়া।"
মোদীর উদ্দেশ্যে তেজস্বীর প্রশ্ন, "কতজনকে কাজ দিয়েছেন বলছেন না কেন। দশ বছর সরকার চালিয়েছেন কোন এলাকায় তাঁর সরকারের উন্নয়নের ছোঁয়া লেগেছে এখানে এসে বললেন না কেন। আসলে উনি সে কাজ করেননি। তাই অকাজের প্রচার করছেন। আর আমরা সংবিধান বাঁচাতে, মানুষের সাংবিধানিক অধিকার বাঁচাতে লড়াই করছি।"দ্বারভাঙায় প্রচার করে গিয়েছেন নরেন্দ্র মোদী। জনসভা থেকে প্রধানমন্ত্রী পরিবারতন্ত্র টেনে আনতে চেয়ে আরজেডি প্রতিষ্ঠাতা লালপ্রসাদ যাদবের পুত্র তেজস্বীকে 'শাহজাদা' সম্বোধন করেছেন। প্রধানমন্ত্রী টেনে এনেছেন গুজরাট গণহত্যার প্রসঙ্গ। প্রায় বাইশ বছর আগে গোধরায় ট্রেনে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার উল্লেখ করে আরজেডি এবং কংগ্রেসের মতো বিরোধী দলগুলিকে আক্রমণ করে বলেছেন, 'এরা করসেবকদের ঘাড়ে দোষ চাপাতে চাইছে। আসল দোষীদের আড়াল করতে চাইছে।'
সংবাদমাধ্যমের প্রশ্নে রবিবার তেজস্বী বলেছেন, "উনি গুরুজন 'পীরজাদা'। আমরা ছোটখাট লোক। উনি আমাদের যা খুশি বলতেই পারেন। কিন্তু মনে করিয়ে দেব যে সেদিন প্রধানমন্ত্রীই ছিলেন গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী। আর দেশের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তাঁরই দলের নেতা অটলবিহারী বাজপেয়ী। মোদীজীকে পাশে বসিয়ে অটলজী বলেছিলেন রাজধর্ম পালন করা হয়নি গুজরাটে। মোদীজীকেই বুঝিয়েচিলেন যে তাঁর দায়িত্ব তিনি পালন করেননি।"
বিহারে আরজেডি-কংগ্রেস এবং বামপন্থীরা মোদীর 'সংরক্ষণ কেড়ে নেওয়ার প্রচারের' জবাবে রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রয়াত কর্পূরী ঠাকুরের পদক্ষেপকেও অস্বীকার করছে বিজেপি। অথচ কর্পূরী ঠাকুরকে 'ভারতরত্ন' দিয়েছে তাদেরই সরকার। অর্থনৈতিক পশ্চাদপদতার জন্য সংরক্ষনের আওতায় আনা হয়েছিল বিভিন্ন অংশকে চিহ্নিত করে। সে সময়ে এর মধ্যে ছিল মুসলিমদের বিভিন্ন অংশ। কিন্তু মুসলিম হিসেবে নয়। সামাজিক এবং আর্থিক পশ্চাতপদতা কাটাতে সদর্থক ভূমিকা নেওয়ার জন্য।"

সিনেমার খবর

cinema TV

বাগদানের পরও কেন কারিশমাকে বিয়ে করেননি অভিষেক?

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : ২০০২ সালে গোটা বলিউড জানত শিগগিরই বিয়ে করবেন কারিশমা কাপুর ও অভিষেক বচ্চন। কিন্তু কেন বাগদানের পরও কারিশমাকে বিয়ে করেননি অভিষেক?

বলিউডের অন্দরমহলে কান পাতলে শোনা যায়, কারিশমা কাপুরের মা জানিয়েছিলেন, কম প্রতিষ্ঠিত অভিষেকের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে চান না বলেই ভাঙে বিয়ে। বলিউডের অন্দরমহল বলছে, তা সঠিক নয়। সূত্রের বরাত দিয়ে ভারতীয় সংবাদ মাধ্যম জানায়, কারিশমা চেয়েছিলেন অমিতাভের বাড়ি জলসাতে না থাকতে। অভিষেককে নিয়ে আলাদা থাকতে চেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু বাবা অন্তপ্রাণ অভিষেক নিজের বাবার সঙ্গে এমনটা করতে পারেননি। একসঙ্গে থাকাতেই বিশ্বাসী ছিলেন অমিতাভ। তাই আলাদা হতে পারবেন না বলে কারিশমাকেই জীবন থেকে দূরে সরান অভিষেক। শোনা যায়, কারিশমা নাকি আরও দাবি করেন, বচ্চন পরিবারের অর্ধেক সম্পত্তি লিখে দিতে হবে তার হবু স্বামীকে। এই কথাও মানেনি অমিতাভের পরিবার।

দিন যায়, বছর যায়, বচ্চন পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো হয়নি কারিশমার। পরবর্তীতে ব্যবসায়ীকে বিয়ে করেন তিনি। কিন্তু সেই বিয়ে সুখের হয়নি। যদিও এই মুহূর্তে ঐশ্বরিকে নিয়ে সুখের সংসার অভিষেকের। রয়েছে এক কন্যাও। মাঝে তাদের বিচ্ছেদের গুঞ্জন সামনে এলেও তা নেহাতই রটনা।

সিনেমার জন্য ওজন বাড়িয়ে বিপাকে পরিণীতি

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : ইমতিয়াজ আলির নতুন ছবি 'অমর সিংহ চমকিলা' কিছুদিন আগেই একটি ওটিটি প্ল্যাটফর্মে মুক্তি পেয়েছে। তারপর থেকে রীতিমতো সাড়া ফেলে দিয়েছে ছবিটি। এ ছবিটি মূলত 'পাঞ্জাবের এলভিস প্রিসলি' অভিধায় অভিষিক্ত গায়ক অমর সিংহ চমকিলার 'বায়োপিক'।

অমর সিংহের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন গায়ক-অভিনেতা দিলজিৎ দোসাঞ্জ, এবং তার দ্বিতীয়া স্ত্রীর ভূমিকায় রয়েছেন পরিণীতি চোপড়া। এই ছবির জন্য প্রায় ১৬ কেজি ওজন বাড়িয়েছিলেন পরিণীতি।

চরিত্রের জন্য ওজন বাড়িয়েছিলেন পরিণীতি।

কিন্তু, এই অভ্যাস আদৌ ভালো নয় বলে জানিয়েছেন অভিনেত্রী। এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, 'আমি যখন চমকিলা ছবির চুক্তি সই করি, তখন আমি সত্যিই ফিট ছিলাম। তার আগে আমি দু'বছর ধরে শরীরচর্চা করছিলাম এবং আমার প্রায় অ্যাবস এসে গিয়েছিল। খুব ফিট শরীর নিয়ে যখন ইমতিয়াজ আলি স্যারের কাছে গিয়েছিলাম, তখন গল্পটা পড়ে আমার ভীষণ ভালো লেগেছিল, আমি ছবিটা যেকোনো ভাবেই করতে চেয়েছিলাম। তবে স্যার বলেছিলেন যে, আমি অমরজোৎ কৌরের মতো দেখতে নই। সে কারণেই আমি ১৬ কেজি ওজন বাড়িয়েছিলাম। যা আদৌ ভালো নয়।'

কীভাবে ওজন বাড়িয়েছিলেন পরিণীতি? প্রায় ছ'মাস ধরে ওজন বাড়িয়েছিলেন তিনি। পরিণীতি বলেন,ভারী খাবার খেতাম আর প্রচুর ঘুমাতাম। অনেকটা পরিমাণ ভাত আর তিন-চারটি করে রুটি খেতে খেতে আমার 'ডবল চিন' হয়ে গিয়েছিল। ছ'মাস ধরেই অস্বাস্থ্যকর খাওয়া দাওয়ায় অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম। এখনও সেই ওজন কমাতে পারিনি।

বদল যাওয়া এই পরিণীতির শরীর ও মনে ব্যাপক প্রভাব ফেলতে শুরু করে। অভিনেত্রী বলেন, এই অভ্যাস আমার ঘুমের ওপর সাংঘাতিক প্রভাব ফেলেছিল। দীর্ঘ কয়েক মাস ধরে আপনি যখন অস্বাস্থ্যকর খাওয়া দাওয়া করেন, তখন তা মেজাজের ওপরেও প্রভাব ফেলে, শরীরের গতি মন্থর হয়ে পড়ে। আমার স্ট্যামিনা প্রায় শূন্য হয়ে যায়। এক বর্ষীয়ান অভিনেত্রীকে যখন আমি বলি, এই ছবির জন্য প্রায় ২০ কেজি ওজন বাড়াতে চাই, তিনি আমায় পাগল বলেছিলেন। তিনি বলেন, আমি আমার ক্যারিয়ার শেষ করে দিতে চাইছি।

এই ছবির শুটিংয়ের মাঝেই পরিণীতির বিয়ে হয়। রাজনীতিবিদ রাঘব চড্ডার সঙ্গে বিয়ে হয় তার। পরিণীতি বলেন, 'ওই চেহারা নিয়েই আমি বিয়ে করি, অনেক ইচ্ছেই সেভাবে পূরণ করতে পারিনি। তবে শেষমেশ চমকিলার মতো ছবির জন্য সব আত্মত্যাগই সার্থক মনে করি।'

রকের বিরুদ্ধে অপেশাদার আচরণের অভিযোগ

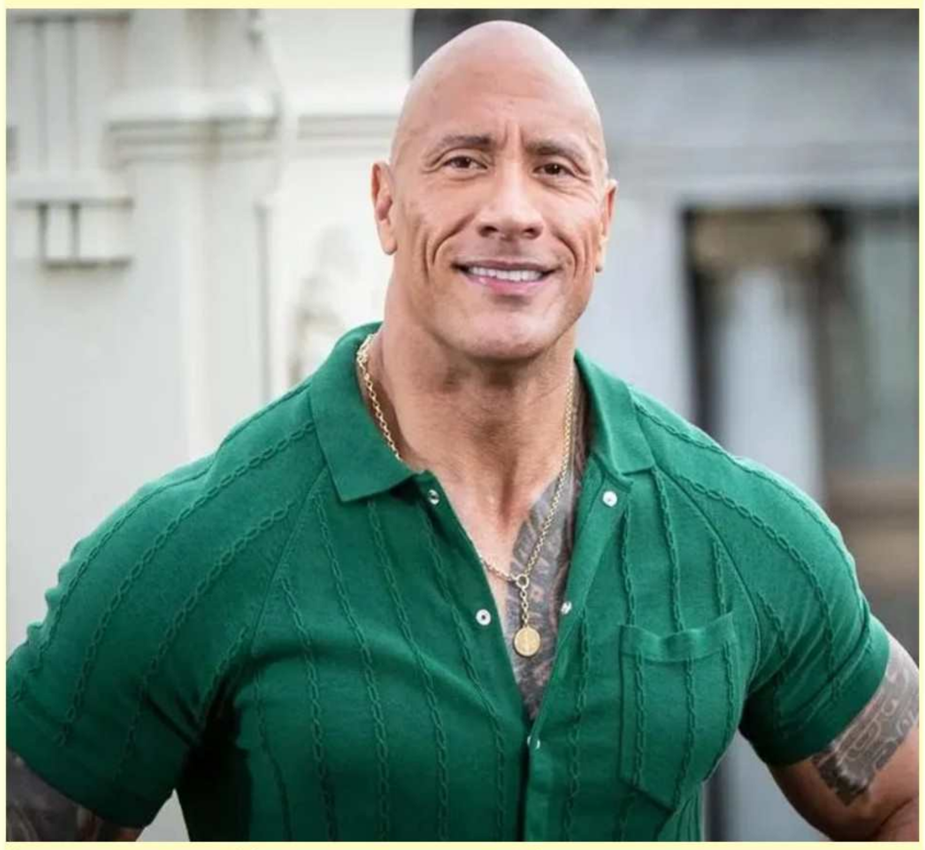

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : বিশ্ববিখ্যাত হলিউড অভিনেতা ডোয়াইন জনসন। আলোচিত এ অভিনেতা ও কুস্তিগির 'দ্য রক' নামেই বিশ্বব্যাপী পরিচিত। রেসলিংকে এক প্রকার বিদায় জানিয়ে গত দুই দশকের বেশি সময় ধরে বড় পর্দায় নিজের অ্যাকশন কারিশমা দিয়ে বুঁদ করে রেখেছেন তিনি। এই মুহূর্তে বিশ্বের সবচেয়ে বেশি পারিশ্রমিক নেওয়া অভিনেতাও ডোয়াইন জনসন। তবে তার বিরুদ্ধে অপেশাদার আচরণের অভিযোগ উঠেছে। বলা হচ্ছে, নতুন সিনেমা রেড ওয়ানের শ্যুটিং সেটে প্রায়ই দেরী করেন রক। এমনকি একদিন ৮ ঘণ্টাও দেরী করেছেন বলে একাধিক মার্কিন সংবাদমাধ্যমে খবর প্রকাশ হয়েছে। একটি মার্কিন গণমাধ্যমে বলা হয়েছে, অ্যামাজন স্টুডিওজ থেকে নির্মিত হচ্ছে রেড ওয়ান সিনেমাটি। সান্তা ক্লজকে নিয়ে পারিবারিক ধারার এই ছবিটি তৈরি হচ্ছে। দাবি করা হয়েছে, রক কোনোদিন পুরোদিন কাজ করেননি। ২০২২ সালের অক্টোবর থেকে গত বছর ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এর কাজ হয়েছে। কিন্তু তার আচরণ পেশাদার ছিল না। সিনেমা সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, রকের উপস্থিতি আর এই আচরণের কারণে সিনেমার বাজেটও বেড়ে গেছে বহুগুণ। তবে রকের পক্ষ থেকে এই অভিযোগের প্রতিক্রিয়ায় এখনো কিছু জানানো হয়নি।

ক্যাটরিনা-আলিয়াদের খরচ বহনে অপারগ নেটফ্লিক্স!

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : বিশ্বের জায়ান্ট অনলাইন সম্প্রচার মাধ্যম নেটফ্লিক্স হলিউড-বলিউডের বাঘা বাঘা পরিচালক ও অভিনেতাদের সাথে কাজ করে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ও ভাষার শিল্পীরাই নেটফ্লিক্সের নানা সিরিজ, সিনেমা, ড্রামায় অভিনয় করেন। তবে এবার সামনে এলো এক চাঞ্চল্যকর তথ্য। নেটফ্লিক্সের নাকি আলিয়া ভাট-ক্যাটরিনা কাইফদের মতো বলিউড তারকাদের খরচ বহনের সামর্থ্যনেই।

এই আলোচনা উস্কে দিয়েছে 'দ্য গ্রেট ইন্ডিয়ান কপিল শো'র প্রথম সিজন। নেটফ্লিক্সে প্রচারিত প্রিমিয়ার এপিসোডে আলিয়া ভাট ছিলেন না। এরপর ভিকি কৌশলের সঙ্গে ক্যাটরিনা কাইফের শো না করতে চাওয়াও ছিলো আলোচনায়। ভারতীয় গণমাধ্যমের প্রতিবেদন বলছে, আলিয়া-ক্যাটরিনাদের মতো বড় তারকাদের খরচ বহন করার সামর্থ্য নাকি নেই নেটফ্লিক্সের নেই!

একটি সূত্র জানিয়েছে, কপিল শর্মা পুরো কাপুর পরিবার বিশেষ করে নীতু কাপুর, রণবীর কাপুর, ঋদ্ধিমা কাপুর ও আলিয়া ভাটকে একসঙ্গে আমন্ত্রণ জানাতে চেয়েছিলেন। তারা আলিয়ার সুবিধামতো সময়ে শুটিং করতে কাপুর পরিবারের অন্যদের রাজি করানোর প্রস্তাবও দিয়েছিল। তবে আলিয়াই নাকি শো করতে আগ্রহ দেখায়নি। কাপুর পরিবারের এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু ভারতীয় গণমাধ্যমকে জানিয়েছেন, আলিয়ার খরচ বহন করার সামর্থ্য নেটফ্লিক্সের নেই। তিনি আরও জানিয়েছেন, এটা সত্য। আগে যখন 'কপিল শর্মা শো' টেলিভিশনে প্রচার করা হতো তখন তারকা অতিথিরা নিজেদের সিনেমার প্রচারের জন্য কোনো সম্মানী ছাড়াই আসতেন। কিন্তু এখন নেটফ্লিক্সে কপিল শর্মার শোর জন্য তারকাদের সম্মানী দিতে হবে।

ওই প্রতিবেদনে আরো দাবি করা হয়েছে, 'বাজেট ইস্যু'র কারণে ক্যাটরিনার পরিবর্তে সানি কৌশলকে শোতে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল।

টি-২০ বিশ্বকাপের জন্য

শক্তিশালী দক্ষিণ আফ্রিকা দল ঘোষণা

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : আসন্ন টি-২০ বিশ্বকাপকে সামনে রেখে এইডেন মার্করামকে অধিনায়ক করে ১৫ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে দক্ষিণ আফ্রিকা। বিপিএল এ চ্যাম্পিয়ন ডেভিট মিলার রয়েছে এ দলে। তাছাড় প্রোটিয়াদের বিশ্বকাপ স্কোয়াডে আছেন অনভিষিক্ত দুই ক্রিকেটারও।

বিশ্বকাপের জন্য ঘোষিত দলের ব্যাটিং ইউনিটে আছেন অভিজ্ঞ কুইন্টন ডি কক, রেজা হেনড্রিকস, হেনরিখ ক্লাসেন, ডেভিড মিলার ও ত্রিস্টান স্টাবস।

পেস ইউনিটে নির্বাচকরা আস্থা রেখেছেন কাগিসো রাবাদা, আনরিখ নরকিয়া, মার্কো জানসেন ও জেরাল্ড কোয়েৎজের ওপর।

স্পিন বিভাগের রয়েছেন, কেশব মহারাজ, তাবরাইজ শামসি ও জর্ন ফরটুইন। এছাড়াও বিশ্বকাপে অভিষেকের অপেক্ষায় থাকা দুই ক্রিকেটার হলো রায়ান রিকেলটন এবং ওটনিয়েল বার্টমান।

এছাড়াও নান্দ্রে বার্গারের সঙ্গে রিজার্ভ ক্রিকেটার হিসেবে আছেন লুঙ্গি এনগিডি।

দক্ষিণ আফ্রিকার বিশ্বকাপ স্কোয়াড:

এইডেন মার্করাম (অধিনায়ক), ওটনিয়েল বার্টমেন, জেরাল্ড কোয়েৎজে, কুইন্টন ডি কক, জর্ন ফরটুইন, রেজা হেনড্রিকস, মার্কো জানসেন, হেনরিখ ক্লাসেন, কেশভ মহারাজ, ডেভিড মিলার, আনরিখ নরকিয়া, কাগিসো রাবাদা, রায়ান রিকেলটন, তাবরাইজ শামসি, ত্রিস্টান স্টাবস।

বিশ্বকাপে দক্ষিণ আফ্রিকা আছে ডি গ্রুপে। যেখানে তাদের সঙ্গী শ্রীলংকা, নেদারল্যান্ডস, বাংলাদেশ ও নেপাল। ১০ জুন নিউইয়র্কে বাংলাদেশের বিপক্ষে মাঠে নামবে দক্ষিণ আফ্রিকার।

লেভানডস্কির হ্যাটট্রিকে

জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ল বার্সা

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : রবার্ট লেভনডস্কির করা হেটট্রিকে নিজেদের ঘরের মাঠে ভেলেন্সিয়াকে ৪-২ গোলে হারিয়েছে বার্সা। এতে জিরোনাকে টপকে পয়েন্ট টেবিলের দ্বিতীয় অবস্থানে উঠে এসেছে দলটি। ৩৩ ম্যাচে ৭৩ পয়েন্ট সংগ্রহ করেছে জাভি হার্নান্দেজের দল। শীর্ষে থাকা রিয়াল মাদ্রিদের থেকে ১১ পয়েন্ট পিছিয়ে আছে দলটি। আর জিরোনার সংগ্রহ সমান ম্যাচে ৭১ পয়েন্ট।

এই ম্যাচে প্রথমার্ধে পিছিয়ে পড়ে কাতালান জায়ান্টরা। কিন্তু লেভার করা হ্যাটট্রিকে শেষ পর্যন্ত জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে দলটি। পুরো ম্যাচ জুড়েই দাপটের সঙ্গে খেলেছে জাভির শিষ্যরা।

প্রথমার্ধের শুরুতে ২২ মিনিটে রাফিনহার ক্রস থেকে দুর্দান্ত এক হেডারে গোল করেন দলকে এগিয়ে নিয়ে যায় লোপেজ। এর ঠিক ৫ মিনিট পর বার্সা গোলরক্ষক টের স্টেগানের করা ভুলে বল জালে জরান ভ্যালেন্সিয়ার হিগো দুরো।

ম্যাচের ৩৮ মিনিটে বার্সা ডিফেন্ডার আরউহোর করা ট্রাকেল হতে প্রাপ্ত পেনাল্টি থেকে ব্যবধান বাড়ান পেপলু। কিন্তু ভ্যালেন্সিয়ার এই স্বস্তি বেশিক্ষন টেকেনি। প্রথর্মার্ধের অতিরিক্ত সময়ে লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন ভ্যালেন্সিয়া গোলরক্ষক মামার্দাশভিলি। ডি বক্সের বাইরে হাত দিয়ে বল ধরে এ বিপত্তি বাধান তিনি। এতে ১০ জনের দলে পরিণত হয় ভ্যালেন্সিয়া।

এরপরই শুরু হয় লেভা ম্যাজিক। দ্বিতীয়ার্ধের ৪৯ তম মিনিটিটে গুন্ডগানের করা কর্ণার থেকে আসা বল জালে পাঠান লেভা। তারপর ৮১ মিনিটে আবারো গোল করে দলকে এগিয়ে দেন পোলিশ এই তারকা।

ম্যাচের শেষ দিকে ডি বক্সের বাইরে থেকে করা দুর্দান্ত এক ফ্রি কিকে গোল করে দলকে জয় এনে দেন বার্সা 'নাম্বার নাইন'।

প্রিমিয়ার লিগে

টানা তৃতীয় জয় পেলো আর্সেনাল

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : টটেনহ্যাম হটস্পারের মাঠে দাপট দেখিয়ে তিন গোলে এগিয়ে গিয়েছিল আর্সেনাল। কিন্তু দুই গোল হজম করে অস্বস্তিতে পড়েছিল তারা। শেষ পর্যন্ত এক গোলের লিড ধরে রেখে প্রিমিয়ার লিগে টানা তৃতীয় জয় পেলো গানাররা। তাতে শিরোপার লড়াইয়ে ম্যানসিটিকে আরও পেছনে ফেললো আর্তেতার দল। সিটির চেয়ে দুই ম্যাচ বেশি খেলে ৮০ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে তারা।

এদিন ঘরের মাঠে শুরু থেকে বল দখলে এগিয়ে ছিল টটেনহ্যাম। যদিও সেভাবে আক্রমণে যেতে পারেনি তারা। উল্টো গোল হজম করে তারা ১৫ মিনিটে। কর্নার থেকে উড়ে আসা বল বিপদমুক্ত করতে চেয়েছিলেন পিয়েরে এমিল হোজবার্গ। কিন্তু তার হেড আচমকা জালে জড়ায়। আত্মঘাতী গোলে এগিয়ে যায় আর্সেনাল। গোল শোধ দেওয়ার বেশ কাছে ছিল স্পাররা। পাঁচ মিনিট পর ক্রিস্টিয়ান রোমেরোর একটি শট দূরের পোস্ট ঘেষে বেরিয়ে যায়।

এরপর তার হেড আঘাত করে পোস্টে। উল্টো ২২ মিনিটে আর্সেনালের জাল কাঁপিয়ে স্বাগতিক দর্শকদের উল্লাসে মাতান মিকি ফন ডে ভেন। তবে ভিএআর রিভিউয়ে তার অফসাইড হওয়ায় গোল বাতিল হয়। এর পাঁচ মিনিট পর ফাস্ট ব্রেক থেকে কাই হ্যাভার্জের লম্বা ক্রস ধরে বক্সে ঢুকে বাঁ পায়ের শটে আর্সেনালকে ২-০ গোলে এগিয়ে দেন বুকায়ো সাকা।

৩৮ মিনিটে ডেকলাইন রাইসের কর্নার ক্রসে কাই হ্যাভার্জের লক্ষ্যভেদী হেডে ম্যাচ হাতের মুঠোয় নেয় গানাররা। তবে ফিরে আসার গল্প হয়তো লিখতে চেয়েছিল টটেনহ্যাম। ৬৪ মিনিটে সতীর্থের ব্যাকপাস ধরে বল বিপদমুক্ত করতে চেয়েছিলেন আর্সেনাল কিপার। কিন্তু ডেভিড রায়ার পাস পেয়ে যান রোমেরো। অতিথি কিপারকে বোকা বানিয়ে ব্যবধান কমান তিনি।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ:

আফগানিস্তানের দল ঘোষণা

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপকে সামনে রেখে ১৫ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ড। গত ওয়ানডে বিশ্বকাপে হাশমতউল্লাহ শহিদির নেতৃত্বে গেলেও এবার টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে রশিদ খানের নেতৃত্বে খেলবে আফগানরা। অধিনায়ক না থাকার পাশাপাশি দলেও যায়গা পাননি হাশমতউল্লাহ।

২০২২ বিশ্বকাপের দল থেকে খুব বেশি পরিবর্তন আনেনি আফগানরা। তবে নতুন কয়েকটি নাম যোগ করেছে তারা। যেখানে আছেন করিম জানাত, মোহাম্মদ ইসাক ও নুর আহমাদ। নতুনদের মধ্যে জায়গা করে নিয়েছেন নানগাল খারোটি। গত মার্চে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে জাতীয় দলে অভিষেক হয় তার।

আফগান স্কোয়াড

রহমানুল্লাহ গুরবাজ (উইকেটরক্ষক)
ইবরাহিম জাদরান
আজমতউল্লাহ ওমরজাই
মোহাম্মদ ইসাক
মোহাম্মদ নবি
গুলবাদিন নায়িব
করিম জানাত
রশিদ খান (অধিনায়ক)
নানগাল খারোটি
মুজিব উর রহমান
নুর আহমাদ
নাবিন উল হক
ফজল হক ফারুকি ও
ফরিদ আহমেদ মালিক

জস বাটলারকে অধিনায়ক করে

ইংল্যান্ডের টি-২০ বিশ্বকাপ দল ঘোষণা

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : আর মাস খানেক পরেই পর্দা উঠতে যাচ্ছে এবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের। যার জন্য ইতোমধ্যেই প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে অংশগ্রহণকারী দলগুলো। শুধু তাই নয় দল গঠনেও উঠেপড়ে লেগেছে তারা। সেই ধারাবাহিকতায় এবার জস বাটলারকে অধিনায়ক করে এবং জোফরা আর্চারকে ফিরিয়ে আসন্ন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের জন্য দল ঘোষণা করেছে গতবারের চ্যাম্পিয়ন ইংল্যান্ড। ইংল্যান্ড অ্যান্ড ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ড (ইসিবি) ঘোষিত এ দলে চমক হিসেবে আছেন স্পিনিং অলরাউন্ডার টম হার্টলি।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও যুক্তরাষ্ট্রে আগামী জুনে অনুষ্ঠেয় আসছে আসরের জন্য মঙ্গলবার (৩০ এপ্রিল) ১৫ জনের প্রাথমিক দল ঘোষণা করেছে ইসিবি। বিশ্বকাপের জন্য দল ঘোষণার শেষ সময় ১ মে। তবে ২৫ মে পর্যন্ত দলে পরিবর্তন আনা যাবে কোনো কারণ দেখানো ছাড়াই। ২০২৩ সালের ১৪ মার্চ বাংলাদেশের বিপক্ষে মিরপুরে সর্বশেষ আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেছিলেন আর্চার। চোটের কারণে মাঠে অনিয়মিত হয়ে পড়া এই পেসার সর্বশেষ প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেট খেলেছেন গত বছরের ৬ মে, আইপিএলে। তবে ডান হাতের কনুইয়ের ইঞ্জুরি সেরে ওঠায় বিশ্বকাপে খেলতে চলেছেন আর্চার। বিশ্বকাপে তাকে পাওয়ার জন্য ইংল্যান্ড অ্যান্ড ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ড বেশ সতর্ক অবস্থানে ছিল।

এবারের আসরে গ্রুপ বি'তে খেলবে বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা। যেখানে তাদের প্রতিপক্ষ অস্ট্রেলিয়া, নামিবিয়া, স্কটল্যান্ড ও ওমান। আগামী ৪ জুন স্কটল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে আসর শুরু করবে জস বাটলারের দল।

ইংল্যান্ডের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের স্কোয়াড: জস বাটলার (অধিনায়ক), ফিল সল্ট, উইল জ্যাকস, জনি বেয়ারস্টো, বেন ডাকেট, হ্যারি ব্রুক, লিয়াম লিভিংস্টোন, মঈন আলী, স্যাম কারান, ক্রিস জর্ডান, টম হার্টলি, আদিল রশিদ, জফরা আর্চার, মার্ক উড, রিস টপলি।

অস্ট্রেলিয়ার বিশ্বকাপ স্কোয়াডে

জায়গা হলো না স্মিথ-ম্যাগার্কের

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : আগামী ১ জুন থেকে যুক্তরাষ্ট্র ও ওয়েস্ট ইন্ডিজে শুরু হতে যাচ্ছে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের নবম আসর। এরই মধ্যে দল ঘোষণা শুরু করে দিয়েছে অংশগ্রহণকারী দেশগুলো। সেই ধারাবাহিকতায় অনেকটা চমক রেখেই টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ স্কোয়াড ঘোষণা করলো অস্ট্রেলিয়া।

তেমন ফর্মে না থাকলেও স্টিভ স্মিথের মতো অভিজ্ঞ একজন ব্যাটার বিশ্বকাপ স্কোয়াড থেকে বাদ পড়বেন, এটি অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেটের ভক্তরা হয়তো আশা করেননি। কিন্তু সেটিই ঘটেছে; স্কোয়াড থেকে বাদ পড়েছেন স্মিথ।

সর্বশেষ নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলেছেন স্মিথ। সেখানেও তেমন ভালো করতে পারেননি ডানহাতি ক্লাসিক এই ব্যাটার। যে কারণে আসরে তাকে দেশে রেখেই বিশ্বকাপ খেলতে যাচ্ছে টিম অস্ট্রেলিয়া।

এছাড়া অজিদের বিশ্বকাপ স্কোয়াডে জায়গা হয়নি আলোচিত তরুণ ব্যাটার জেইক ফ্রেজার ম্যাগার্কের। আইপিএলে যেভাবে চমক দেখিয়েছেন ম্যাগার্ক, তাতে এই তরুণকে অস্ট্রেলিয়া দলে জায়গা দেওয়া হবে বলেই আশা করছিলেন অনেক ক্রিকেটভক্ত। তাদের সেই আশাও পূরণ করলো না অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট বোর্ড (সিএ)।

অস্ট্রেলিয়ার ঘোষিত ১৫ সদস্যের এই স্কোয়াডে দ্বিতীয় স্পিন বিশেষজ্ঞ হিসেবে জায়গা পেয়েছেন অ্যাস্টন অ্যাগার। দলে ফেরাতে হয়েছে অলরাউন্ডার ক্যামেরন গ্রিনকে।

তবে প্রত্যাশিতভাবেই অজিদের নেতৃত্ব পেয়েছেন মিচেল মার্শ। এর মধ্যে অর্ন্তবর্তীকালীন অধিনায়ক হিসেবে গত এক বছর ধরে তিনটি আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি সিরিজে অজিদের নেতৃত্ব দিয়েছেন তিনি।

অস্ট্রেলিয়া বিশ্বকাপ স্কোয়াড: মিচেল মার্শ (অধিনায়ক), ডেভিড ওয়ার্নার, ট্রাভিস হেড, জশ ইংলিস, গ্লেন ম্যাক্সওয়েল, মার্কাস স্টয়নিস, অ্যাডাম জাম্পা, অ্যাস্টন অ্যাগার, নাথান এলিস, ম্যাথু ওয়েড, ক্যামেরন গ্রিন, টিম ডেভিড, মিচেল স্টার্ক, জশ হ্যাজলউড, প্যাট কামিন্স।

নটিংহ্যাম সিটিকে ২-০ গোলে হারিয়েছে ম্যানসিটি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ইনজুরির কারণে সিটির শেষ দুই ম্যাচে ছিলেন না হলান্ড। নটিংহ্যামের বিপক্ষে ম্যাচের আগেও অনিশ্চিত ছিলেন তিনি। তবে দ্বিতীয় হাফে বদলি হিসেবে নেমেই গোল করলেন হলান্ড। আর ম্যানচেস্টার সিটি নটিংহ্যামের মাঠ ছাড়ে সহজ জয় নিয়ে।

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে রবিবার (২৮ এপ্রিল) সিটি গ্রাউন্ডে নটিংহ্যাম সিটিকে ২-০ গোলে হারিয়েছে ম্যানচেস্টার সিটি। সিটিজেনদের হয়ে গোল করেছেন হলান্ড ও গ্যাভারদিওল।

প্রিমিয়ার লিগে কোচ হিসেবে গার্দিওলার ৩০০তম ম্যাচকে স্মরণীয় করে রাখল ম্যানচেস্টার সিটি। প্রথম হাফের ৩২তম মিনিটে ডি ব্রুইনের কর্নার থেকে হেডে গোল করে দলকে এগিয়ে দেন গ্যাভারদিওল। দ্বিতীয় গোলটি আসে দ্বিতীয় হাফে।

চোট কাটিয়ে ৬২ মিনিটে বদলি হিসেবে মাঠে নামেন হলান্ড। ৭১ মিনিটে ডি ব্রুইনের দারুণ পাস থেকে গোল করে সিটিকে দুই গোলে লিড এনে দেন নরওয়েজিয়ান এই স্ট্রাইকার। শেষ পর্যন্ত এই দুই গোলের জয় নিয়েই মাঠ ছাড়ে সিটি।

এই জয়ে টেবিলের শীর্ষে থাকা আর্সেনালের ঘারে নিশ্বাস ফেলছে সিটি। ৩৫ ম্যাচে আর্সেনালের পয়েন্ট ৮০। এক ম্যাচ কম খেলে ৭৯ পয়েনট নিয়ে দুইয়ে সিটিজেনরা। আর ৩৫ ম্যাচে ৭৫ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের তিনে লিভারপুল।

কঠিন শাস্তি পেলেন

কলকাতার পেসার

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : কলকাতা নাইট রাইডার্সের (কেকেআর) পেসার হার্শিত প্যাটেল আইপিএলের নিয়ম ভঙ্গ করে কঠিন শাস্তি পেয়েছেন। সামান্য অঙ্গভঙ্গি করে খুঁইয়েছেন ম্যাচ ফির পুরো অর্থ। এরপর তাকে এক ম্যাচ নিষিদ্ধও করেছে টুর্নামেন্ট কর্তৃপক্ষ। যে কারণে আগামী ৩ মে মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সের বিপক্ষে খেলতে পারবেন না এই পেসার।

হার্শিতকে কেন জরিমানা ও শাস্তি দেওয়া হয়েছে, সে বিষয়ে স্পষ্ট করে কোনো বিবৃতি প্রকাশ করেনি আইপিএল কর্তৃপক্ষ। তবে জানানো হয়েছে, ম্যাচ রেফারি যে সিদ্ধান্ত দেবেন, সেটিই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত।

এটি জানা যে, দিল্লি ক্যাপিটালসের বিপক্ষে আইন ভঙ্গ করার কারণেই তাকে জরিমানা করা হয়েছে। ওই ম্যাচে দিল্লির ব্যাটার অভিষেক পোরেলকে আউট করার পর একটি প্রাণবন্ত উদযাপন করেন হার্শিত। ব্যাটার যখন মাঠ ছাড়ছিলেন তখন তাকে উদ্দেশ্য করে দৃষ্টিকটু অঙ্গভঙ্গি করেন কলকাতার পেসার। যার জন্যই জরিমানার সঙ্গে নিষিদ্ধও করা হয়েছে তাকে।

আইপিএলের বিধিনিষেধ সংশ্লিষ্ট ২.৫ অনুচ্ছেত অনুযায়ী হার্শিতকে জরিমানা করা হয়েছে। যেখানে বলা হয়েছে, ম্যাচ রেফারি যে সিদ্ধান্ত দেবেন, সেটিই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR